Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Shrabon 24, 1433 Bangla, August 08, 2026, Saturday, No. 214, 56th year

H I G H L I G H T S

Acting President Hafiz Uddin Ahmed Bir Bikram has said, the great liberation war of 1971 was not a war of any political party but a people's war to establish democracy, people's voting rights, human dignity & equal rights. (Radio Today:26)

PM Tarique Rahman is set to visit USA to attend the 81st session of UN General Assembly in September. Besides attending the session, he is expected to hold bilateral meetings with several heads of state & government. (Radio Today:23)

Sixteen people were killed in separate road accidents in Sylhet and Bogura in a single day, while many others sustained injuries, of the victims nine were killed in Sylhet and seven in Bogura. (Jago News:09)

LGRD and Cooperatives Minister has said, there is no alternative to independent, responsible and strong media for establishing sustainable democracy, adding that democracy becomes stronger when the media is strong. (Jago News:21)

Information and Broadcasting Minister has said journalists, media owners and government are working together to build an independent, responsible and economically sustainable media system. (Jago News:22)

Clarifying India's position regarding remarks made by Sheikh Hasina, who was ousted during July mass uprising, Indian Ministry of External Affairs spokesperson has said Indian govt does not endorse any of her statements. (Jago News:12)

Home Minister has said government is not attaching importance to Sheikh Hasina’s recent remarks, adding that people of Bangladesh will no longer accept politics of those involved in genocide & crimes against humanity. (Radio Today:27)

Law Minister has said justice will take its own course, adding that he wants to believe that Sheikh Hasina will return home in December, face charges related to mass killings and pursue legal process from prison. (Radio Today:24)

Bangladesh Jamaat-e-Islami Secretary General has strongly condemned and protested what he described as India's breach of diplomatic norms by allowing ousted PM Sheikh Hasina to hold a press conference. (R. Tehran:05)

Former cricketer Shakib Al Hasan has said he is prepared to return home & face legal proceedings if his security can be guaranteed. State Minister for Sports has said govt's flexibility regarding Shakib has crossed its limit. (DW:05)

Director: 44813046 Deputy News Controller: 44813048 Assistant News Controller: 44813047
44813179

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট

মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

শ্রাবণ ২৪, বাংলা ১৪৩৩, আগস্ট ০৮, ২০২৬, শনিবার, নং-২১৪, ৫৬তম বছর

ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রম বলেন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ কোনো রাজনৈতিক দলের যুদ্ধ ছিল না, বরং এটি ছিল গণতন্ত্র, জনগণের ভোটাধিকার, মানবিক মর্যাদা ও সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জনতার যুদ্ধ। [রেডিও টুডে:২৬]

আগামী সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের ৮১তম সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এই সফরে তিনি বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে অংশ নিতে পারেন।

[রেডিও টুডে:২৩]

সড়ক দুর্ঘটনায় সিলেট ও বগুড়ায় একদিনে ১৬ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও অনেকে। নিহতদের মধ্যে সিলেটে ৯ জন ও বগুড়ায় ৭ জন রয়েছেন। [জাগো নিউজ:০৯]

টেকসই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় স্বাধীন, দায়িত্বশীল ও শক্তিশালী গণমাধ্যমের কোনো বিকল্প নেই, এমন মন্তব্য করে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী বলেছেন, গণমাধ্যম শক্তিশালী হলে গণতন্ত্রও শক্তিশালী হবে। [জাগো নিউজ:২১

তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী বলেছেন, একটি স্বাধীন, দায়িত্বশীল ও অর্থনৈতিকভাবে টেকসই গণমাধ্যম ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সাংবাদিক, মালিক ও সরকারপক্ষ যৌথভাবে কাজ করছে। [জাগো নিউজ:২২]

চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্য নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেছেন, ভারত সরকার হাসিনার কোনো বক্তব্যই সমর্থন করে না। [জাগো নিউজ:১২]

ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্যকে সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে না জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধে জড়িতদের রাজনীতি বাংলাদেশের মানুষ আর গ্রহণ করবে না। [রেডিও টুডে:২৭]

আইনমন্ত্রী বলেছেন, বিচার তার নিজস্ব গতিতেই চলবে। তিনি আরও বলেন, তিনি বিশ্বাস করতে চান যে শেখ হাসিনা ডিসেম্বরে দেশে ফিরে গণহত্যার অভিযোগের মুখোমুখি হবেন এবং কারাগার থেকেই আইনি প্রক্রিয়া চালিয়ে যাবেন। [রেডিও টুডে:২৪]

শেখ হাসিনাকে সংবাদ সম্মেলন করার সুযোগ দিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত শিষ্টাচার বহির্ভূত আচরণ প্রদর্শন করেছে উল্লেখ করে এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি।[রেডিও তেহরান:০৫]

নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পেলে দেশে ফিরে আইনি প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হতে প্রস্তুত, জানিয়েছেন সাবেক সাংসদ ও ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান। ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জানান, সাকিবকে নিয়ে সরকারের নমনীয়তার সুযোগ শেষ হয়ে গেছে।

[ডয়চে ভেলে:০৫]

বিবিসি

আওয়ামী লীগের বিচার ও নিষিদ্ধ করার প্রশ্নে চ্যালেঞ্জ কোথায়

গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতা হারিয়ে ভারতে চলে যাওয়ার দুই বছরের মাথায় শেখ হাসিনা যখন আবার দেশে ফেরার কথা বলছেন, ঠিক এই সময়েই বাংলাদেশে তার দল আওয়ামী লীগের বিচারের তৎপরতা চলছে। ২০২৪ সালে গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের ঠিক দুই বছর যেদিন পূর্ণ হয়, সেদিন গত ৫ আগস্ট দিল্লিতে গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে সরাসরি প্রশ্নোত্তরে অংশ নিয়ে ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশে ফেরার কথাটি জোর দিয়ে বলেছেন শেখ হাসিনা, যিনি বাংলাদেশের আদালতে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি। আবার বাংলাদেশে তার দল আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা তো রয়েছেই, এখন রাজনৈতিক দল হিসেবে সংগঠনটির বিচারের তৎপরতাও শুরু হয়েছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের আইন সংশোধন করে দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিচারের পথ তৈরি করেছে সাবেক অন্তর্বর্তী সরকার। অভ্যুত্থানের পক্ষের দলগুলোর দাবির মুখে নির্বাহী আদেশে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করেছিল তারা। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রধান প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম বিবিসি বাংলাকে জানান, একটি দলের অভিযোগের ভিত্তিতে আওয়ামী লীগের বিচারের লক্ষ্যে এখন তদন্ত চলমান আছে। "আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন ১৯৭৩, রোম স্ট্যাটিউট, সন্ত্রাস দমন আইন মাথায় রেখে আমরা ইনভেস্টিগেশন করছি," বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি। "এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে চব্বিশের ৫ আগস্ট পর্যন্ত সমস্ত কার্যক্রম ইনভেস্টিগেশনের স্বার্থে বিচার-বিশ্লেষণ করা হবে। সেখানে যদি সংগঠন হিসেবে কোনো মানবতাবিরোধী অপরাধের সংশ্লিষ্টতা এ দলের থাকে, কিংবা কোনো সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ভূমিকা থেকে থাকে, সেক্ষেত্রে এ সংগঠনকে বিচারের সম্মুখীন করা হবে।"

দল নিষিদ্ধ ইস্যুতে ভিন্নমত

ট্রাইব্যুনালে বিচারের আওতায় এনে আওয়ামী লীগের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার পক্ষে অবস্থান নিতে দেখা যাচ্ছে বর্তমান ক্ষমতাসীন দল বিএনপিসহ জুলাই অভ্যুত্থানের নেপথ্যের দলগুলোকে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সহকারী হিসেবে নিয়োগ পাওয়া মো. রাশেদ খান, যিনি ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচনের আগে গণঅধিকার পরিষদের নেতা ছিলেন, তিনি বিবিসি বাংলাকে বলেন, "আমি মনে করি বাংলাদেশের যে বাস্তবতা, এই বাস্তবতায় আওয়ামী লীগের রাজনীতি আর সম্ভবপর নয় এবং আওয়ামী লীগ আর ফিরে আসতে পারবে না। দল হিসেবে আওয়ামী লীগকে বিচার করার বিষয়টি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে চলছে।" ট্রাইব্যুনালে দলের বিচারের তৎপরতা নজিরবিহীন, কারণ বাংলাদেশে আদালতের বিচারের মাধ্যমে কোনো রাজনৈতিক দলের বিচার ও নিষিদ্ধ করার নজির এখনো নেই। অবশ্য নির্বাহী আদেশে রাজনৈতিক সংগঠন দল বা সংগঠন নিষিদ্ধ করার দৃষ্টান্ত রয়েছে। সবশেষ আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের আগ মুহূর্তে জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। দেশে বিচারের মাধ্যমে দল নিষিদ্ধের নজির না থাকলেও বিশ্বে এমন কিছু নজির রয়েছে। আন্তর্জাতিকভাবে রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিচারের পক্ষে যুক্তি দেন জাতীয় অধ্যাপক ড. মাহবুব উল্লাহ। তিনি বলেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর নাৎসি পার্টিকে কিন্তু নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং এখনো নাৎসি পার্টির নামে যদি কেউ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে বা ছোটো-খাটো দল যদি দাঁড়ায়, সেটাকেও কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করা হয় দমন করা হয়। "আওয়ামী লীগ পাকিস্তান আমলেও খুব কুৎসিত ধরনের সহিংস আচরণ করেছে। আমার পক্ষে একটা দল চলে যাবে রাজনীতির মঞ্চ থেকে- এটা ভাবতে যেমন কষ্ট লাগে; তেমনি আরো বেশি কষ্ট লাগে তারা কী করলো, কী অনাচার করলো, কী অবিচার করলো, কী অত্যাচার করলো, কীভাবে মানুষকে নিগৃহীত করলো, কীভাবে মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস মানুষের প্রাণ, মানুষের জীবন সেই জীবন নিয়ে তারা ছেলেখেলা করেছে। সেটাকে তুচ্ছ প্রতিপন্ন করেছে।" গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অবাধ রাজনৈতিক অংশগ্রহণের স্বার্থে যে-কোনো রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করার বিরোধিতা করে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো।

সম্প্রতি ট্রাইব্যুনালের বিচারের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বজায় রাখা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। এ অবস্থায় ট্রাইব্যুনালে রাজনৈতিক দলের বিচার দেশে-বিদেশে গ্রহণযোগ্য করার একটা চ্যালেঞ্জ থাকবে। সাবেক বিচারপতি ও সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী মো. মনসুরুল হক চৌধুরী বিবিসি বাংলাকে বলেন, দলের বিচারের আইন তো আগে ছিল না, ২০২৫ সালে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় এটা নতুন করে সংশোধন করা হয়েছে। টোয়েন্টি বি একটা নতুন সেকশন নিয়ে আসা হয়েছে এবং "আমার মতে, এটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নিয়ে আসা হয়েছে।" আইন সংশোধন করে ট্রাইব্যুনালে রাজনৈতিক দলের বিচারের এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। মনসুরুল হক বলেন, "দলগতভাবে যদি সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে দলীয়ভাবে এটা হতে হবে। দলীয় সিদ্ধান্তে প্রেক্ষিতে যদি কোনো ক্রাইম অ্যাগেইনস্ট হিউম্যানিটি (মানবতাবিরোধী অপরাধ) হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে অবশ্যই ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা যেটা দেওয়া আছে, সেটা আরোপ করা যেতে পারে। এটা এখনো তদন্ত পর্যায়ে আছে। এটা নিয়ে খুব বেশি বলা যৌক্তিক হবে না।" দল হিসেবে বিচার ও নিষিদ্ধ হলে আইনগত বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করতে হবে বলে মনে করেন মনসুরুল হক। "আমি মনে করি সরকারে যারা আছেন, তারা চিন্তা করবেন এটা কতটুকু ঝুঁকিপূর্ণ হবে; এটাতে যাওয়াটা কি আদৌ সমীচীন হবে কি না। কারণ জনসমর্থন গুরুত্বপূর্ণ। এত বড়ো একটা দলকে আপনি

নিষিদ্ধ করবেন, রাজনীতি করতে পারবে না; সেটা অবশ্যই সমর্থকরা মেনে নেবে কি না এটা জানি না। ভবিষ্যৎই এটা নির্ধারণ করবে।" ট্রাইব্যুনাল আইন বা সন্ত্রাসবিরোধী আইনে বিচারের জন্য 'দলীয় সিদ্ধান্ত নিয়ে অপরাধ করেছে' এর প্রমাণ লাগবে। এটা প্রমাণ করা কঠিন হবে বলেও মনে করেন মনসুরুল হক চৌধুরী। নীতিগতভাবে কোনো রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধের পক্ষে নন বলেও জানান মনসুরুল হক চৌধুরী। ব্যক্তির অপরাধের বিচার অবশ্যই হতে পারে, তবে বিশাল একটি দলকে রাজনীতি করার সুযোগ না দিলে সেটা মনসুরুল হক চৌধুরীর ভাষায়- "এটা গণতন্ত্রের পরিপন্থি হবে, সংবিধানেরও পরিপন্থি হবে।" রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিচারে আন্তর্জাতিক সমর্থন প্রসঙ্গে জাতীয় অধ্যাপক ড. মাহবুব উল্লাহ বলেন, যেটা ইনভেস্টিগেশন করছে, সেটা যদি যথার্থ তথ্য-উপাত্ত দিয়ে ভালোভাবে তুলে ধরে, তাহলে এটার বিপক্ষে কোনো নৈতিক যুক্তি হাজির করা খুব ডিফিকাল্ট হবে। "তদন্তটা নিশ্চিদ্র তদন্ত হতে হবে। তার মধ্যে কোনোরকম পক্ষপাতিত্ব থাকতে পারবে না। দ্বিতীয়ত হচ্ছে, তদন্ত যে সত্য, তার ফাইন্ডিংসগুলো যে সত্য সেইটা প্রমাণ করার জন্য যে-সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণাদি দরকার, সেগুলো ভালোভাবে উল্লেখ করতে হবে। তার ওপর, এটার পক্ষে একটা বিশ্ব জনমত তৈরি করতে হবে।" অন্তবর্তী সরকার আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধের পর নির্বাচন কমিশন দলটির নিবন্ধন স্থগিত করেছিল। ফলে গত ফেব্রুয়ারিতে হওয়া ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে দলটি অংশ নিতে পারেনি। বিএনপি ক্ষমতায় আসার পরে এ সংক্রান্ত অধ্যাদেশটিতে কিছু সংশোধনী এনে 'সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) বিল, ২০২৬' হিসেবে জাতীয় সংসদে পাস করা হয়েছে। এটি পাসের সময় সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছিলেন, "বিলটি হলো একটি গণহত্যাকারী সন্ত্রাসী সংগঠনের নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত সংশোধনী। আগের যে আইন ছিল, সেটা সংশোধনের জন্য। ওনারা (জামায়াত) ও এনসিপির বন্ধুরা সবাই মিলে একটা আন্দোলন করেছিলেন। সে প্রেক্ষিতে মোটামুটি একটা জনমত সৃষ্টি হয়েছিল। সে প্রেক্ষিতে তাদের (আওয়ামী লীগ) কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে। এর ধারাবাহিকতায় নির্বাচন কমিশনে তাদের রেজিস্ট্রেশন স্থগিত হয়ে আছে।" সংবিধানের ৪৮ অনুচ্ছেদ অনুসারে আইসিটি অ্যাক্টে সংগঠনটির বিচারের জন্য সে আইনও সংশোধন করা হয়েছে বলে জানান তিনি। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৭.০৮.২০২৬ নারগীস)

যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নিলেই নাগরিক- এই সুযোগ সীমিত করছেন ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রে জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব পাওয়ার অধিকার আবারও সীমিত করার চেষ্টা করছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার আগের প্রচেষ্টা সুপ্রিম কোর্ট খারিজ করে দেওয়ার কয়েক সপ্তাহ পর তিনি এই পদক্ষেপ নিয়েছেন। বৃহস্পতিবার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দুটি নির্বাহী আদেশে সই করেছেন, যার মধ্যে একটি বর্তমানে বিদ্যমান সেই অ-নাগরিকদের সংজ্ঞা সম্প্রসারণ করে, যাদের সন্তানরা জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব পাওয়ার যোগ্য হবে না। দ্বিতীয় আদেশে তথাকথিত 'বার্থ ট্যুরিজম' নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে গর্ভবতী মায়েরা সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে আসেন, যাতে তাদের সন্তানরা মার্কিন নাগরিক হতে পারে। ওভাল অফিস থেকে ট্রাম্প বলেন, "এটি বহু বছর আগেই হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমরা এখন এটি করছি।" তিনি জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের ১৫০ বছরের পুরোনো নীতি বাতিলের তার আগের প্রচেষ্টা সুপ্রিম কোর্ট প্রত্যাখ্যান করায় সমালোচনা করেন। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ১৪তম সংশোধনীর প্রথম বাক্যেই 'জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের' নীতির বিষয়টি বলা হয়েছে- "যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেওয়া বা নাগরিক অধিকার পাওয়া সব ব্যক্তিই যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক এবং রাষ্ট্রের যেখানেই তারা বাস করুন না কেন।" প্রায় একশ বছর ধরে এই নীতিই চলে আসছে যে, দেশটিতে কেউ জন্ম নিলে সে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হবে, তবে কূটনীতিক ও বিদেশি সামরিক বাহিনীর বিষয়ে এটি প্রযোজ্য নয়। অভিবাসন কট্টরপন্থিরা অনেক সময় বলে থাকেন যে, এই নীতিই অবৈধ অভিবাসনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং এটিই গর্ভবতী নারীদের অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে সন্তান জন্মদানে উৎসাহিত করে।

ট্রাম্পের প্রথম নির্বাহী আদেশে বলা হয়েছে, "আমাদের দেশের উদারতার সুযোগ নিয়ে মার্কিন নাগরিকদের প্রতারণার চেষ্টা করা ক্ষতিকর বিদেশি পক্ষগুলোর কারণে সৃষ্ট ঝুঁকির বিরুদ্ধে সুরক্ষা দিয়েছে আমার প্রশাসন।" আদেশটিতে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক নন এমন দুইজন বাবা-মায়ের সন্তান কেবল যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নিলেই স্বয়ংক্রিয় নাগরিকত্ব দেওয়া হবে না, যদি বাবা-মায়ের একজন বিদেশি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সদস্য হন, কোনো বিদেশি সরকারের কর্মচারী হন, প্রতারণার মাধ্যমে নাগরিকত্ব পাওয়ার চেষ্টা করে থাকেন, অথবা এমন কোনো মার্কিন ভূখণ্ডে বসবাস করেন যেখানে ফেডারেল আইনের মাধ্যমে নাগরিকত্ব দেওয়া হয় না। পুয়ের্তো রিকোসহ যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত কিছু ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণকারীদের জন্য জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব ফেডারেল আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। ট্রাম্প ও তার প্রশাসনের সদস্যরা বারবার বার্থ ট্যুরিজমের সমালোচনা করেছেন। তারা রাশিয়া ও চীনের মতো প্রতিপক্ষ দেশগুলোর বিরুদ্ধে জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের সুযোগ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে অনুপ্রবেশের অভিযোগও এনেছেন। বৃহস্পতিবার ওভাল অফিস থেকে নির্বাহী আদেশগুলোর ঘোষণা দেওয়ার সময় ট্রাম্প বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে বার্থ ট্যুরিজমের মাধ্যমে কয়েক লাখ শিশুর জন্ম হয়েছে। বৃহস্পতিবার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পাশে দাঁড়িয়ে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিষয়ক উপদেষ্টা এবং হোয়াইট হাউসের ডেপুটি চিফ অব স্টাফ ফর পলিসি স্টিফেন মিলার বলেন, "ধারণাটি হলো, মানুষ এখানে পর্যটক সেজে আসে, দর্শনার্থী সেজে আসে।" তিনি বলেন, "কিন্তু তাদের আসল উদ্দেশ্য হলো একটি সন্তান জন্ম দেওয়া, সেই সন্তানকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নাগরিক করা, তারপর আমাদের দেশ ছাড়ার পর একজন মার্কিন নাগরিক সন্তান থাকা।" তিনি

আরও বলেন, এরপর সেই সন্তানরা কল্যাণমূলক সুবিধা, ভোটাধিকার এবং "যে-সব অধিকার ও সুবিধা কেবল আমেরিকানদের জন্য নির্ধারিত" সেগুলোতে প্রবেশাধিকার পায়। মিলার বলেন, ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ন্যাশনালিটি অ্যাক্টের একটি ধারার অধীনে প্রেসিডেন্টের বার্থ ট্যুরিজম নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা রয়েছে। ওই ধারায় কে দেশে প্রবেশ করতে পারবে, সে বিষয়ে ব্যতিক্রম ও সীমাবদ্ধতা নির্ধারণের ক্ষমতা প্রেসিডেন্টকে দেওয়া হয়েছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৭.০৮.২০২৬ নারগীস)

এনএইচকে

ভারতীয় নির্বাসন থেকে ফিরবেন বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী হাসিনা

বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তিনি চলতি বছরের শেষের দিকে ভারতের নির্বাসিত জীবন থেকে দেশে ফেরার পরিকল্পনা করছেন। ক্ষমতাচ্যুতির দুই বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বুধবার নয়াদিল্লিতে এক সংবাদ সম্মেলনে অডিও সংযোগের মাধ্যমে যুক্ত হন হাসিনা। তিনি বলেন, "আমার ভাগ্যে যা-ই ঘটুক না কেন, আমি আমার জনগণের কাছে ফিরে যাব।" তিনি আরও বলেন, "আমি জানি তারা আমাকে জেলে পুরতে পারে, বা মেরে ফেলতে পারে, বা যেকোনো কিছুই ঘটতে পারে। কিন্তু তবুও, আমাকে ফিরতেই হবে।" ২০২৪ সালে ছাত্র-নেতৃত্বাধীন বিক্ষোভে তার সরকার উৎখাত হলে এবং তাকে ক্ষমতাচ্যুত হতে বাধ্য করা হলে হাসিনা ভারতে চলে যান। তখন থেকেই তিনি সেখানে নির্বাসনে রয়েছেন। কঠোরভাবে বিক্ষোভ দমনের নির্দেশ দেওয়ার জন্য পরের বছর তাকে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। জাতিসংঘের তথ্যমতে, সেসময় প্রায় ১,৪০০ জনের প্রাণহানি ঘটেছিল।
(এনএইচকে ওয়েব পেজ: ০৭.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

রেডিও তেহরান

শেখ হাসিনাকে কেন ফিরিয়ে আনা হচ্ছে না, প্রশ্ন জামায়াতের; ভারতের ভূমিকার তীব্র নিন্দা

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে কৃষমতাচ্যুত হয়ে ভারতে অবস্থানরত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনতে বর্তমান সরকারের কার্যকর কোনো উদ্যোগ না থাকায় প্রশ্ন তুলেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। একইসঙ্গে, দিল্লিতে অবস্থান করে শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশবিরোধী কর্মকাণ্ড ও ষড়যন্ত্রের সুযোগ দেওয়ার অভিযোগে ভারতের কড়া সমালোচনা ও তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন দলটির সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। আজ (শুক্রবার) বাগেরহাট সার্কিট হাউসে স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান সরকারের ভূমিকা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "বন্দি বিনিময় চুক্তি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনতে দেরি হচ্ছে কেন? সরকার কেন নিজ দায়িত্বে তাকে ফিরিয়ে আনছে না?" তিনি আরও বলেন, আদালতের বিচারিক প্রক্রিয়া মুখোমুখি করার জন্য দণ্ডপ্রাপ্ত ও অভিযুক্ত হাসিনাকে নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে আনা সরকারের দায়িত্ব। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি ও রাজনীতি প্রসঙ্গে জামায়াত আমির বলেন, শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার মূল দায়িত্ব সরকারি দলের। একইসঙ্গে দেশে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে তিনি বলেন, গণমাধ্যম স্বাধীনভাবে কাজ করতে না পারলে রাষ্ট্রযন্ত্র সঠিকভাবে চলতে পারে না। বর্তমান সরকারের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি উল্লেখ করেন, বর্তমান পরিস্থিতির কারণে জনগণ ইতোমধ্যেই অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে ফেরার সুযোগ নিয়ে তিনি স্পষ্ট জানান, দলটি দেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল বিধায় এখনই তাদের রাজনীতিতে ফেরার কোনো উপযুক্ত পরিবেশ নেই।

এদিকে, একই দিনে দেওয়া এক বিবৃতিতে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার ভারতে অবস্থানরত শেখ হাসিনার রাজনৈতিক তৎপরতা ও ভারত সরকারের ভূমিকার তীব্র প্রতিবাদ জানান। একে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক নিয়মনীতি ও শিষ্টাচারের চরম লঙ্ঘন হিসেবে বর্ণনা করে তিনি বলেন, "গণহত্যার দায়ে অভিযুক্ত ও দণ্ডপ্রাপ্ত একজন পলাতক আসামিকে আশ্রয় দিয়ে ও তাকে ষড়যন্ত্রের সুযোগ দিয়ে ভারত সরকার মূলত বাংলাদেশের মানুষের পরিবর্তে একটি নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দলকে পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে।" মিয়া গোলাম পরওয়ার অভিযোগ করেন, বাংলাদেশ একাধিকবার চিঠি দিয়ে শেখ হাসিনাকে ফেরত চাইলেও ভারত দ্বিপক্ষীয় বন্দি বিনিময় চুক্তি উপেক্ষা করে আসছে। ইন্টারপোলের রেড নোটিশ এবং জাতিসংঘের সহায়তা নিয়ে হলেও দ্রুত হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারে মুখোমুখি করার জন্য তিনি সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান। অন্যথায় সরকারকে জনগণের কাঠগড়ায় জবাবদিহি করতে হবে বলে তিনি হুঁশিয়ারি দেন। বিপ্লবের মাধ্যমে অর্জিত নতুন বাংলাদেশে আর কোনো ফ্যাসিবাদের পুনরুত্থান ঘটতে দেওয়া হবে না উল্লেখ করে জামায়াতের এই নেতা দেশবাসীকে সব ধরনের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান। (রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ০৭.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

ডয়চে ভেলে

সাকিবের ফেরার আর কোনো পথ নেই: যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী

বাংলাদেশের যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক বলেছেন, তারকা ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানের ফেরার আর সম্ভাবনা নেই।গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত বুধবার নয়াদিল্লিতে এক সংবাদ সম্মেলনে ভার্চুয়ালি অংশ নেন। শ্রীলঙ্কা থেকে ভার্চুয়ালি সাকিবও যুক্ত হয়েছিলেন সেই অনুষ্ঠানে। তারপর এক সাক্ষাৎকারে সরকার

নিরাপত্তা নিশ্চিত করলে দেশে ফেরার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে অংশ নিতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে শ্রীলঙ্কায় আসা তারকা ক্রিকেটার। তবে আজ শুক্রবার যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক এক বিবৃতিতে বলেন, সরকার আগে সাকিবের বিষয়ে কিছুটা নমনীয় ও সহনশীল মনোভাব দেখিয়েছিল। তিনি বলেন, ''আমরা বিষয়টি বেশ নমনীয়তা ও সহনশীলতার সঙ্গে বিবেচনা করছিলাম। কিন্তু এরপর আর সেভাবে ভাবার কোনো অবকাশ আছে বলে আমি মনে করি না।" বিবৃতিতে বাংলাদেশের সাবেক তারকা ফুটবলার আমিনুল আরো বলেন, ''যিনি স্বৈরাচারের সঙ্গে একই কর্মসূচিতে যুক্ত হয়েছেন, তার ফেরার আর কোনো সুযোগ নেই।"একই দিনে, অর্থাৎ আজ শুক্রবারই বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে দেয়া সাক্ষাৎকারে সাকিব বলেন, ''সরকারের কাছ থেকে যদি আমার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পাই, তাহলে ফিরে যেতে এবং আদালতের মুখোমুখি হতে, অর্থাৎ যা কিছু করা প্রয়োজন তার সবটুকুই করতে প্রস্তুত।" শ্রীলঙ্কা থেকে ফোনে দেয়া সাক্ষাৎকারে সাবেক বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার দাবি করেন, ''আমি কোনো অন্যায় করিনি।" রয়টার্সকে সাকিব জানান, তিনি এবং আওয়ামী লীগের অন্য নেতারা ডিসেম্বরে স্বেচ্ছায় বাংলাদেশে ফেরার পরিকল্পনা করছেন। সাকিব জানান, তিনি অবিলম্বে দেশে ফিরতে চান, তবে তা সম্ভব না হলে শেখ হাসিনার সঙ্গেই দেশে ফেরার চেষ্টা করবেন। সাকিব আল হাসান বলেন, ''নেত্রী (শেখ হাসিনা) যা বলেন, আমরা তা-ই মেনে চলি।" তিনি আরো বলেন, ''আমার মনে হয়, তারাই এ বিষয়ে ভালো সিদ্ধান্ত নেবেন এবং আমাদের যে নির্দেশনা দেওয়া হবে, আমরা তা পালন করবো।"

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৭.০৮.২০২৬ রনি)

নাগরিকত্ব নিয়ে নতুন অর্ডারে সই করলেন ট্রাম্প

আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করলেই সে দেশের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়। প্রচলিত এই নিয়ম এবার বদলে যেতে পারে। এবিষয়ে নতুন অর্ডারে বৃহস্পতিবার সই করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প। এর আগেও নাগরিকত্ব নিয়ে একটি অর্ডার পাশ করেছিলেন ট্রাম্প। দুই মাস আগে দেশের সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, প্রেসিডেন্টের অর্ডার সংবিধানবিরোধী। তারপরেই নতুন অর্ডারে সই করলেন ট্রাম্প। ট্রাম্পের পরামর্শদাতা স্টিফেন মিলার জানিয়েছেন, জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তির শিশু এবং যারা বিদেশি শক্তির হয়ে লবি করে সেই ব্যক্তিদের এবং সংগঠনের সদসয়দের মার্কিন নাগরিকত্ব দেওয়া হবে না বলে জানানো হয়েছে নতুন অর্ডারে। অ্যামেরিকার সংবিধান জানিয়েছে, সে দেশে জন্মগ্রহণ করলেই নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। কেবল বিদেশি কূটনীতিক এবং শত্রু দেশের ব্যক্তিদের সন্তানদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে না। ট্রাম্প চাইছেন, সংবিধান স্বীকৃত নাগরিকত্বের এই নিয়মে বদল আনতে।

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৭.০৮.২০২৬ রনি)

প্রশ্নফাঁস নিয়ে সিবিআইয়ের চার্জশিটে যা আছে

নিট পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস নিয়ে রাউজ অ্যাভিনিউয়ের আদালতে চার্জশিট দাখিল করেছে সিবিআই। সেখানে তারা জানিয়েছে, হোয়াটস অ্যাপ, টেলিগ্রাম ও ডিজিটাল ফাইলের মাধ্যমে নিট-ইউজি ২০০৬ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছিল। তারা জানিয়েছে, ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি(এনটিএ) থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমের সাহায্যে কোচিং সেন্টার ও দালালদের হাত ঘুরে পরীক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে যায়। অভিযুক্তর মোবাইল ফোন থেকে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা জানতে পেরেছেন যে, ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নের পিডিএফ ফাইল সেখানে ছিল। সেখানে অন্য দালালের নামও পাওয়া গেছে। চার্জশিটে সিবিআই জানিয়েছে, নিট ২০০৬ বলে হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ তৈরি করেছিল চক্রান্তকারী. তার মাধ্যমেই ফাঁস হওয়া প্রশ্ন ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এনটিএ বিশেষজ্ঞ থেকে অনেক মধ্যবর্তী দালালদের হাত ঘুরে প্রশ্নপত্র পরীক্ষার্থীদের হাতে চলে যায়। সিবিআই মোট **১৩** জনকে গ্রেপ্তার করেছে। তাদের জেরা করা তথ্যের সঙ্গে তদন্তে পাওয়া বিষয় মিলে গেছে বলেও দাবি করা হয়েছে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৭.০৮.২০২৬ রনি)

বাংলাদেশ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন: কাল জামায়াতের বৈঠক

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। বৃহস্পতিবার ঘোষিত তফসিল অনুসারে, রাষ্ট্রপতি পদে ভোট গ্রহণ হবে ২০ অগাস্ট। ডিডাব্লিউর কনটেন্ট পার্টনার প্রথম আলো জানিয়েছে, ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দল থেকে আলাদা প্রার্থী দেওয়া হলেই ভোটের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হবে। বিরোধী দল রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী মনোনয়ন না দিলে ভোটের প্রয়োজনই হয়ত হবে না। ঘোষিত তফসিল অনুসারে, **১৩** আগাস্ট সকাল **১০**টা থেকে বিকেল **৪**টা পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়নপত্র দাখিল করা যাবে। ওই দিনই আসলে নিশ্চিত হয়ে যাবে রাষ্ট্রপতি পদে ভোট গ্রহণ দরকার হবে কি না। প্রার্থী যাচাই–বাছাই হবে **১৬** আগস্ট। একাধিক প্রার্থী না থাকলে ইসি সেদিনই রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত ঘোষণা করবে। সংবিধান অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দেবেন শুধু সংসদ সদস্যরা। বর্তমান জাতীয় সংসদে বিএনপির নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। ফলে দলটির মনোনীত প্রার্থীরাই দেশের পরবর্তী রাষ্ট্রপতি হওয়া অনেকটাই নিশ্চিত। যদিও বিএনপি দলীয়ভাবে এখনো রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী চূড়ান্ত করেনি। গত শনিবার বিএনপির সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম জাতীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে রাষ্ট্রপতি পদে দলীয় প্রার্থী মনোনয়নের দায়িত্ব দলের চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ওপর দেওয়া হয়েছে। এদিকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিষয়ে জাতীয় সংসদে প্রধান বিরোধী দল জামায়াতে ইসলামী এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি বলে দলীয় সূত্রগুলো জানিয়েছে। আগামীকাল শনিবার দলের নীতিনির্ধারণী ফোরাম কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের বৈঠক হবে। সেখানে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিষয়ে দলীয় অবস্থান চূড়ান্ত

করা হতে পারে। জামায়াতের নেতারা বলছেন, নির্বাচন বর্জন, দলীয় প্রার্থী দেওয়া এবং অন্য দলের কাউকে সমর্থন— তিনটি সম্ভাবনা নিয়েই দলে আলোচনা আছে। শনিবারের বৈঠকে যেকোনো একটি বেছে নেওয়া হতে পারে।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৭.০৮.২০২৬ রনি)

হরমুজ প্রণালী নিয়ে নতুন চুক্তি চূড়ান্ত স্তরে

হরমুজ প্রণালী নিয়ে সমস্যা ক্রমশ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে ইরান জানিয়েছে, নতুন করে একটি চুক্তির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। চূড়ান্ত পর্যায়ের আলোচনা শুরু হয়েছে। অ্যামেরিকা শেষ মুহূর্তে কোনো বদল না ঘটালে দ্রুত এই চুক্তি সম্পূর্ণ হবে বলে জানিয়েছে ইরান। এদিকে লেবাননে ইসরায়েলের দুই জন সেনা নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে। ইসরায়েল জানিয়েছে, দক্ষিণ লেবাননে নতুন করে আক্রমণ শুরু করা হয়েছে। সেখানেই তাদের দুই সেনা নিহত হয়েছে। এদিকে ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ওমানের সঙ্গে হরমুজ প্রণালী নিয়ে নতুন একটি চুক্তির আলোচনা চলছে। আলোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। তৃতীয় কোনো পক্ষ সমস্যা তৈরি না করলে দ্রুত এই চুক্তি সম্পন্ন হবে। মধ্যস্থতাকারী পাকিস্তান জানিয়েছেন, ওমানের সঙ্গে ইরানের চুক্তি নিয়ে তারা আশাবাদী। এদিকে ওমান জানিয়েছে, সম্প্রতি হরমুজে ঢোকার জন্য ওমানের উপকূলে দাঁড়িয়ে থাকা একটি রাশিয়ার তেলের ট্যাঙ্কারে আগুন লেগে যায়। যার জন্য ওমানের উপকূলে পরিবেশের বিপুল ক্ষতি হয়েছে বলে তারা জানিয়েছে। হরমুজ প্রণালীর বর্তমান পরিস্থিতি দ্রুত বদলানো দরকার বলে জানিয়েছে ওমান।(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৭.০৮.২০২৬ রনি)

জাগো নিউজ

পুলিশ ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিয়ে অপপ্রচারে সতর্ক থাকার আহ্বান

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পুলিশ ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সম্পর্কে অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ। শুক্রবার (৭ আগস্ট) পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ এইচ এম শাহাদাত হোসাইন এক বিজ্ঞপ্তিতে এই আহ্বান জানান। বিজ্ঞপ্তিতে শাহদাত হোসাইন বলেন, সম্প্রতি গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কুচক্রী মহল পরিকল্পিতভাবে মিথ্যা, বানোয়াট, বিভ্রান্তিকর, উসকানিমূলক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ পুলিশ এ ধরনের অপপ্রচারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে। তিনি বলেন, পতিত ফ্যাসিবাদী শক্তি ও তাদের দেশি-বিদেশি দোসররা জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করার অপচেষ্টা, পুলিশ বাহিনীর মনোবল ক্ষুণ্ন করা এবং সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করার উদ্দেশ্যে এ ধরনের অপপ্রচার চালাচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয়। বর্তমানে পুলিশ কার্যক্রম নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমের বিরুদ্ধে জোরালো আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করায় ও অপপ্রচারকারীদের কোনো অন্যায় তদবির আমলে না নেওয়ায় অসন্তুষ্ট মহল মনগড়া তথ্য সংবলিত এ ধরনের অপপ্রচারে লিপ্ত রয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত বিভ্রান্তিকর ও উসকানিমূলক কোনো বক্তব্য বিশ্বাস, শেয়ার বা প্রচার করা থেকে বিরত থাকার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে। দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গুজব ও অপপ্রচার প্রতিরোধে সবাইকে সচেতন ভূমিকা পালনেরও অনুরোধ জানানো হচ্ছে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের অপপ্রচার অব্যাহত থাকলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানান তিনি। তিনি বলেন, জনগণের সঙ্গে আস্থার সম্পর্ক তৈরির মাধ্যমে দেশের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বর্তমানে পুলিশ দৃঢ় মনোবল, পেশাদারিত্ব ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। কোনো অপপ্রচার যাতে পুলিশ বাহিনীর মনোবল ক্ষুণ্ন ও পেশাগত দায়িত্ব পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারে, সে লক্ষ্যে জনগণের সচেতনতা, সহযোগিতা এবং অপপ্রচারকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা একান্তভাবে কাম্য।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৭.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

হাজারীবাগ থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ১৪

রাজধানীর হাজারীবাগ থানা এলাকায় বিশেষ অভিযানে ২৫ জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের পল্টন মডেল থানা পুলিশ। শুক্রবার (৭ আগস্ট) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদী এ তথ্য জানান। হাজারীবাগ থানার বরাত দিয়ে নিয়াজ মেহেদী বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় হাজারীবাগ থানা পুলিশ বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১৪ জনকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতাররা হলো- মো. তাজল হক (বয়স উল্লেখ নেই), তামজিদ (১৯), আপেল (৩৫), মো. সাগর (২৫), রাফিদয়ে রাকিব (২৪), মো. হাসান (২৪), মো. জনি (২০), আনোয়ার হোসেন (৪০), মো. ইব্রাহিম (২৩), মানিক রতন (৪৪), মো. রাজু (৬০), রাকিবুল হাসান (২৬), মো. শাওন (১৯) ও মো. আল আমিন (২৩)। গ্রেফতারদের মধ্যে পরোয়ানাভুক্ত মামলার আসামি ও বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িত অপরাধীরা রয়েছে। তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি। কেআর/জেএইচ
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৭.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

'ভার্টিক্যাল ড্রিমার্সে'র যুগপূর্তি উপলক্ষ্যে ঢাকায় আলোকচিত্র প্রদর্শনী

পর্বতারোহণ, পর্বত, প্রকৃতি ও পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর জীবন-সংস্কৃতিকে আলোকচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরার প্রয়াসে পর্বতারোহণ ক্লাব 'ভার্টিক্যাল ড্রিমার্স' আয়োজন করেছে এক আলোকচিত্র প্রদর্শনীর। ক্লাবটির প্রতিষ্ঠার যুগপূর্তি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির শিশু জাদুঘর আর্ট গ্যালারিতে দুই দিনব্যাপী এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। প্রদর্শনীর উদ্বোধনে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে সুইজারল্যান্ড দূতাবাসের চার্জ দ্য এফেয়ার্স দিপক এলমার। বিশেষ অতিথি ছিলেন আলোকচিত্রী মুনিরা মোর্শেদ মুন্নি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দিপক এলমার বলেন, অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস হিসেবে বহির্বিশ্বে পর্বতারোহণ বহুল পরিচিত। বাংলাদেশের তরুণরাও এই খেলায় দারুণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছে দেখে খুবই আনন্দ হলো। তরুণদের সঙ্গে সম্পৃক্ত সবকিছুতেই আমার আগ্রহ থাকে। এই ক্লাবের সসদ্যদের তোলা বিভিন্ন অভিযানের ছবিগুলো দেখে দর্শকরা সমতলে বসে পাহাড়ের দুর্গমতার কিছুটা হলেও স্বাদ পাবে। আশা করবো এই ক্লাবের সদস্যরা একদিন সুইজারল্যান্ডের আল্পসের দারুণ সব শিখরেও আরোহণ করতে যাবে। আলোকচিত্রী মুনিরা মোর্শেদ মুন্নি বলেন, পর্বতারোহণ এমনিতেই যথেষ্ট কঠিন একটি স্পোর্টস। এত উচ্চতায়, এত প্রতিকূল পরিবেশে গিয়ে ছবি তোলাটা আরও কঠিন কাজ। সেই কাজগুলো দেখার জন্য আমি খুবই আগ্রহী ছিলাম। অভিযানের আয়োজক ও ক্লাব সভাপতি ফরহান জামান বলেন, ছবির মাধ্যমে হলেও দর্শকরা দুর্গম পর্বতের কিছুটা ছোঁয়া পাবে। একই সঙ্গে আমি চাই সরকার যেন পর্বতারোহণ নামক খেলাটিকে অফিশিয়ালি স্পোর্টসের মর্যাদা দেয়। পিকস, পিপল, পারস্প্যাক্টিভ শীর্ষক এই আলোকচিত্র প্রদর্শনী চলবে শনিবার রাত ৮টা পর্যন্ত। ভার্টিক্যাল ড্রিমার্স এর এই আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতা করেছে বিষুব আর্ট অর্গানাইজেশন। প্রদর্শনীতে বান্দরবানের সবুজ পাহাড়, হিমালয়ের শুভ্র পর্বতশ্রেণি এবং পাহাড়ের পাদদেশে বসবাসকারী মানুষের জীবনযাত্রার নানা দিক নিয়ে ১১৮টি আলোকচিত্র প্রদর্শিত হচ্ছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৭.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

আলফা স্টার ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে মাদকবিরোধী সেমিনার

লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে আলফা স্টার ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদের স্মরণে বৃক্ষ বিতরণ ও মাদকবিরোধী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) এ সেমিনারের আয়োজন করা হয়। 'জীবনকে ভালোবাসুন, মাদক থেকে দূরে থাকুন' বার্তা সামনে রেখে বামনী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সেমিনারে বক্তারা বলেন, মাদক একটি সামাজিক ব্যাধি, যা ব্যক্তি, পরিবার ও রাষ্ট্রের জন্য মারাত্মক হুমকি। মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে তরুণদের সচেতন হওয়ার পাশাপাশি পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন ও প্রশাসনের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। তারা শিক্ষার্থীদের নৈতিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লক্ষ্মীপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য আবুল খায়ের ভূঁইয়া। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, আমি জনগণের সঙ্গে আছি, মাদকের ব্যাপারে কোন ছাড় নয়, যুব সমাজকে মাদক ধ্বংস করে দিচ্ছে। তাই সামাজিক আন্দোলন মাধ্যমে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাদক কারবারিদের বিরুদ্ধে। আলফা স্টার ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান কামরুল হাসান বলেন, লক্ষ্মীপুরের রায়পুর উপজেলার প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করব, সেই সঙ্গে বিভিন্ন কুইজ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং বৃত্তি পরীক্ষা আয়োজন করব। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বামনী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাপতি অ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম খান রিপন, লক্ষ্মীপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ শরিফ উদ্দিন, কে এস পি উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাপতি বাহারুল আলম। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বামনী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হুমায়ুন কবির। সেমিনার শেষে উপস্থিত সবার মাঝে পরিবেশ রক্ষায় গাছের চারা বিতরণ করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৭.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

পল্লবীর মিল্লাত ক্যাম্পের সামনে দুর্বৃত্তের গুলিতে বিএনপিকর্মী আহত

রাজধানীর পল্লবী থানার মিল্লাত ক্যাম্পের সামনে দুর্বৃত্তের গুলিতে মো. আলমগীর হোসেন (৪৫) নামের এক ব্যক্তি আহত হয়েছেন। তিনি বিএনপির কর্মী বলে জানা গেছে। শুক্রবার (৭ আগস্ট) সন্ধ্যা ৭টার দিকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ভর্তি করানো হয়েছে।আলমগীরকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন তার চাচা মো. আশিক। তিনি জানান, শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে মিরপুর-১১ এর মিল্লাত ক্যাম্পের একটি দোকানে চা পান করছিলেন আলমগীর। এ সময় স্থানীয় যুবলীগের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত রুবেল ও বাপ্পাসহ চারজন একটি প্রাইভেটকারে করে এসে আলমগীরকে লক্ষ্য করে গুলি করেন। খবর পেয়ে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে প্রথমে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকা মেডিকেলে আনা হয়। আলমগীরের মাথা ও পেটের ডান পাশ এবং নিতম্বে গুলি লেগেছে বলে জানান তার চাচা আশিক। তিনি আরও জানান, আলমগীর পেশায় মাছ ব্যবসায়ী। পাশাপাশি ঢাকার নবাবগঞ্জ থানা বিএনপির কর্মী। তিনি মিরপুর-১১ নম্বরের ৩ নম্বর রোডের বাসিন্দা আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মোহাম্মদ ফারুক জানান, মিরপুর এলাকায় গুলিবিদ্ধ হয়ে একজন ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি হয়েছেন। তার অবস্থা গুরুতর। তাকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৭.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

জুডিশিয়াল সার্ভিস পে-কমিশনের প্রতিবেদন পর্যালোচনায় ৭ সদস্যের কমিটি

বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস পে-কমিশন, ২০২৫' এর প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নে সাত সদস্যের কমিটি গঠন করেছে সরকার। ৪ আগস্ট মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রীকে কমিটির সভাপতি করা হয়েছে। কমিটির সদস্য হিসেবে রয়েছেন- স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী; বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদমন্ত্রী; মহিলা ও শিশু বিষয়ক ও সমাজকল্যাণমন্ত্রী; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়কমন্ত্রী; অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এবং জনপ্রশাসন ও খাদ্য প্রতিমন্ত্রী। কমিটির কার্যপরিধিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস পে-কমিশন, ২০২৫-এর প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন করবে কমিটি। এছাড়া প্রয়োজনে কমিটি সদস্য অন্তর্ভুক্ত (কো-অপ্ট) করতে পারবে। প্রয়োজন অনুযায়ী কমিটির সভা হবে। অর্থ বিভাগ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা দিবে বলেও প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে। ২০২৫ সালের ৮ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস পে-কমিশন পুনর্গঠন করা হয়। আপিল বিভাগের বিচারপতি এস এম এমদাদুল হককে চেয়ারম্যান করে গঠিত এই কমিশন বিচারকদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পর্যালোচনা করে চলতি বছরের ৫ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতির কাছে প্রতিবেদন জমা দেয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৭.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

যোগ্য ও সৎ প্রকৌশলীদের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের উন্নয়ন আরও গতিশীল হবে

যোগ্য, দক্ষ ও সৎ প্রকৌশলীদের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের উন্নয়ন কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে বলে জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র শাহাদাত হোসেন। তিনি বলেন, প্রকৌশলীরা শুধু অবকাঠামো নির্মাণই করেন না বরং একটি আধুনিক, নিরাপদ ও টেকসই নগর গড়ে তোলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। শুক্রবার (৭ আগস্ট) বিকেলে চট্টগ্রাম সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে আয়োজিত এক গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। চট্টগ্রাম সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (সিডিএ) চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পাওয়া প্রকৌশলী বেলায়েত হোসেন এবং চট্টগ্রাম ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে নির্বাচিত প্রকৌশলী সেলিম মো. জানে আলমকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে মেয়র বলেন, চট্টগ্রাম সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট দেশের প্রকৌশল খাতে অসংখ্য দক্ষ জনশক্তি তৈরি করেছে। এ প্রতিষ্ঠানের দুই সাবেক শিক্ষার্থী গুরুত্বপূর্ণ দুটি প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে আসীন হওয়ায় এটি শুধু প্রতিষ্ঠানের নয়, পুরো চট্টগ্রামের জন্যই গর্বের বিষয়। তাদের অভিজ্ঞতা, সততা ও পেশাগত দক্ষতা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও কার্যকর, জনবান্ধব ও আধুনিক সেবাদানে ভূমিকা রাখবে বলে আশা। অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত দুই প্রকৌশলীকে ফুলেল শুভেচ্ছা, সম্মাননা ক্রেস্ট ও উত্তরীয় প্রদান করা হয়। এসময় তারা কর্মজীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন এবং জনকল্যাণে সততা, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। গুণীজন সংবর্ধনা কমিটির আহ্বায়ক প্রকৌশলী হেলাল উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে এবং সদস্যসচিব প্রকৌশলী জমির উদ্দিন নাহিদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন চট্টগ্রাম-১০ আসনের সংসদ সদস্য সাঈদ আল নোমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ প্রকৌশলী জাবেদ ইকবাল এবং চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক শফিকুর রহমান স্বপন। এছাড়া অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের নির্বাহী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) রূপক চন্দ্র দাস, ফখরুল ইসলাম, মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র সহসভাপতি জিয়াউর রহমান জিয়া এবং বিভিন্ন পেশাজীবী ও রাজনৈতিক সংগঠনের নেতারা বক্তব্য দেন।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৭.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

কামরাঙ্গীরচরে নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

রাজধানীর কামরাঙ্গীরচর থানার ঝাওলাহাটি এলাকার একটি বাসা থেকে সখিনা বেগম (৫০) নামে এক নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের দাবি, পারিবারিক কলহের জেরে তিনি গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। সখিনা বেগম কামরাঙ্গীরচর ঝাওলাহাটির এলাকার ২২৫ নম্বর বাসার সহিদুল ইসলামের স্ত্রী। শুক্রবার (৭ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে ঝাওলাহাটি এলাকার ২২৫ নম্বর বাসায় এ ঘটনা ঘটে। পরে অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন। সখিনা বেগমকে হাসপাতালে নিয়ে আসা তার মেয়ে মোছা. শারমিন আক্তার বলেন, পারিবারিক কলহের জেরে আমার মা নিজ ঘরে ফ্যানের সঙ্গে ওড়না পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস দেন। পরে আমরা দেখতে পেয়ে দ্রুত তাকে উদ্ধার করে ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসি। সেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। চিকিৎসকের বরাত দিয়ে ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক বলেন, মরদেহ ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে জানানো হয়েছে।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৭.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

শুক্রবার রক্তাক্ত সড়ক, সিলেট-বগুড়ায় নিহত ১৬

দেশের দুই জেলায় একদিনে সড়ক দুর্ঘটনায় ১৬ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও অনেকে। নিহতদের মধ্যে সিলেটে ৯ জন ও বগুড়ায় সাতজন রয়েছেন। শুক্রবার (৭ আগস্ট) পৃথক সময়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

সিলেট

ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ওসমানীনগরে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৯ জনে দাঁড়িয়েছে। এতে আহত হয়েছেন অন্তত ১৩ জন। সকাল সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার কাশিকাপন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচর থানার লক্ষ্মীপুর গ্রামের মৃত সাফিউদ্দিনের ছেলে হাজি সাইফুল ইসলাম (৫০), সিলেট নগরীর দক্ষিণ সুরমা থানার চণ্ডীপুল এলাকার জাহাঙ্গীর আলমের তিন বছর বয়সী শিশু জাইফা, নগরীর সোবহানীঘাট এলাকার উত্তম রায়ের ছেলে সপ্তম রায় প্রীতম (২২), কিশোরগঞ্জের ভৈরব থানার চণ্ডিবের গ্রামের বাবুল মিয়ার মেয়ে বাউলশিল্পী পেহেলী ভৈরবী (১৭), ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর থানার বগডহর গ্রামের মৃত বারেক মিয়ার ছেলে আবুল হোসেন (৪৪), সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলার উমনপুর গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে আরমান (১৯), কুমিল্লার বাঙ্গুরা বাজার থানার পীরকাশিমপুর গ্রামের আব্দুস সালামের ছেলে সানিয়াদ জাহাঙ্গীর সৌরভ (৩৯), ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর থানার শেরপুর গ্রামের সিরাজুল ইসলামের ছেলে সাইফুল ইসলাম ইমন এবং কিশোরগঞ্জের নিকলী থানার ষাইধার (আটরামপুর) গ্রামের রঞ্জিত সূত্রধরের ছেলে রুবেল সূত্রধর (৩৭)।

বগুড়া

বগুড়া-নওগাঁ আঞ্চলিক মহাসড়কের নিয়ন্ত্রণ হারানো একটি যাত্রীবাহী বাসের চাপায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে সাতজনে দাঁড়িয়েছে। ভোর সাড়ে ৫টার দিকে বগুড়া সদর উপজেলার এরুলিয়া উচ্চবিদ্যালয়ের সামনে কাজের সন্ধানে দাঁড়িয়ে থাকা দিনমজুরদের ওপর বাসটি উঠে গেলে এ হতাহতের ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন বগুড়া সদর উপজেলার ফাপোঁড় মধ্যপাড়ার বেল্লাল হোসেন (৪০), কাহালু উপজেলার নারহট্ট সরদার পাড়ার নুর মোহাম্মদ সরদার (৭৫), জয়পুরহাট জেলার কালাই থানার মো. আনারুল ইসলাম (৫৫), পাঁচবিবি থানার আমিরুল (৪০), গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জের আবু সাইদ (৪৫), একই উপজেলার নুর আলম (৪৫) এবং দিনাজপুরের পার্বতীপুর উপজেলার মো. তাজিমুল (৪৭)। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারকে ২৫ হাজার এবং আহতদের প্রত্যেককে ১৫ হাজার টাকা করে আর্থিক অনুদান দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, রংপুর, গাইবান্ধা, পাবনাসহ বিভিন্ন জেলা থেকে আসা দিনমজুররা প্রতিদিন ভোরে এরুলিয়া বাজারের এ হাটে কাজের সন্ধানে জড়ো হন। শুক্রবার ভোরে ঢাকা থেকে নওগাঁ অভিমুখী 'শাহ ফতেহ আলী পরিবহন' নামের একটি যাত্রীবাহী বাস দ্রুতগতিতে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এসময় বাসটি দাঁড়িয়ে থাকা দিনমজুরদের চাপা দিয়ে উল্টো ঘুরে বগুড়ামুখী হয়ে পড়ে। এতে ঘটনাস্থলে ও হাসপাতালে নেওয়ার পথে ছয়জন এবং পরে শজিমেক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাজিমুল নামের আরেক শ্রমিকের মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার পর ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা মহাসড়ক অবরোধ করলে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগ ঘটনাস্থলে গতিরোধক (স্পিডব্রেকার) নির্মাণের কাজ শুরু করলে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৭.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

প্রকল্প বাস্তবায়নের ধীরগতিই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বড় বাধা: অর্থ উপদেষ্টা

অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর বলেছেন, বিগত সরকার দেশের উন্নয়ন ব্যবস্থাকে যে অবস্থায় রেখে গেছে, সেখান থেকে অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার ও পুনর্গঠন করে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) নিম্ন বাস্তবায়ন হার। অধিকাংশ প্রকল্পই অত্যন্ত ধীরগতিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। শুক্রবার (৭ আগস্ট) বিকেলে রাজবাড়ী জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা ও সদর উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা শেষে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন। উপদেষ্টা বলেন, প্রতিষ্ঠানগুলো ভেঙে পড়ার কারণে প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে যেসব বড় বাধা তৈরি হয়েছে, তা কাটিয়ে উঠতে সরকার বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছে। ঢাকায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে ইতোমধ্যেই সভা করা হয়েছে। যাতে প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন হার শতভাগের কাছাকাছি নেওয়া যায়। এজন্য প্রয়োজন কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে নির্দেশনা ও কাঠামোগত সংস্কার। পাশাপাশি ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে গতি বাড়ানোর নানামুখী পদক্ষেপ আলোচনা করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, স্থানীয় সংসদ সদস্যরা এলাকাভিত্তিক জনগণের চাহিদাকে যেভাবে অনুধাবন করেন, তার ওপর ভিত্তি করে জনস্বার্থে দ্রুত প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা হবে। উন্নয়ন প্রকল্প তৈরির ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তা ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয় ঘটিয়ে জনগণের অধিকার ও প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দিতে হবে। এর আগে, প্রধান অতিথি হিসেবে তিনি সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে জেলা প্রশাসক আফরোজা পারভীনের সভাপতিত্বে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের এডিপির বিশেষ বরাদ্দের আওতায় ১৯৯টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সামগ্রী, বাদ্যযন্ত্র (হারমোনিয়াম ও তবলা) এবং স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ অনুষ্ঠানে যোগ দেন। পরে পৌরসভা মিলনায়তনে জেলা পরিষদ প্রশাসক আব্দুস সালাম মিয়ার সভাপতিত্বে জেলা পরিষদের অর্থায়নে ২০২৫ সালে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ৯১ জন মেধাবী শিক্ষার্থীর মধ্যে শিক্ষাবৃত্তি বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশ নেন তিনি।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৭.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

ব্যবসায়ীরা এখন নিরাপদে ব্যবসা করতে পারছেন, কেউ অযথা হয়রানি করছে না

শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহসানুল হক মিলন বলেছেন, আমরা সামাজিক উন্নয়ন ও বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চাই। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের পার্থক্য মানুষ আজ অনুভব করছে। এখন ব্যবসায়ীরা নিরাপদে ব্যবসা করতে

পারছেন, কেউ অযথা হয়রানি করছে না। শুক্রবার (৭ আগস্ট) বিকেলে চাঁদপুরের কচুয়া উপজেলার সাচার এলাকায় মিনি কোল্ড স্টোরেজ বিতরণ ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ড. আ ন ম এহসানুল হক মিলন বলেন, প্রকৃত কৃষকরা এসব কোল্ড স্টোরেজে আলু, বীজ, ডিমসহ বিভিন্ন কৃষিপণ্য সংরক্ষণ করতে পারবেন। এতে কৃষকদের মৌসুম শেষে কম দামে ফসল বিক্রি করতে হবে না। প্রয়োজন অনুযায়ী, ফসল সংরক্ষণ করে সুবিধাজনক সময়ে বিক্রি করার সুযোগ তৈরি হবে। এর ফলে কৃষকের আয় বাড়বে এবং কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হবে। আওয়ামী লীগ সরকারের সমালোচনা করে ড. মিলন বলেন, আমি কচুয়ার সন্তান। আওয়ামী দুঃশাসনের সময় মানুষ কীভাবে নির্যাতিত হয়েছে, তা আমি নিজ চোখে দেখেছি। সাচার বাজারে ফ্যাসিবাদী শাসনের কারণে কেউ মুখ খুলতে পারত না। এলাকার ডাকবাংলোটিও একসময়

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কচুয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসান রাসেল। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা তপু আহমেদ, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সৈকত দাস, উপজেলা উত্তর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ মিয়াজী, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক জসিম উদ্দিন, উপজেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি মনির হোসেন, উপজেলা কৃষকদলের সভাপতি মিজান মোল্লা, ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শফিকুল ইসলাম সবু, সাধারণ সম্পাদক জহির সরকার, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান জুয়েলসহ স্থানীয় কৃষক ও ব্যবসায়ীরা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৭.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

নাটোরে পর্যটনমন্ত্রীর পথসভা থেকে পিস্তলসহ যুবক আটক

নাটোরে বিমান ও পর্যটনমন্ত্রী আফরোজা খানম এবং জাতীয় সংসদের হুইপ অ্যাডভোকেট রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলুর উপস্থিতিতে আয়োজিত এক পথসভায় পিস্তলসহ এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। শুক্রবার (৭ আগস্ট) বিকেলে নাটোরের উত্তরা গণভবন পরিদর্শন শেষে গণভবনের পাশে দিঘাপতিয়া ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে আয়োজিত পথসভা শেষে এ ঘটনা ঘটে। আটক যুবক তানিম হোসেন নাটোর শহরের কানাইখালী মহল্লার শামসুল আলমের ছেলে। নাটোর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনছুর রহমান জানান, আটক যুবকের গতিবিধি দেখে সন্দেহ হয়। ওই যুবকের সঙ্গে বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রীর দুইবার ধাক্কা লাগে। পরে মন্ত্রী মঞ্চ থেকে নেমে আমার সময় তার আচরণ সন্দেহজনক হওয়ায় পুলিশ তাকে আটক করে। তিনি জানান, আটক ব্যক্তির কাছ থেকে একটি পিস্তল উদ্ধার করা হয়েছে। তাকে বর্তমানে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) হেফাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ঘটনার প্রকৃত কারণ, জিজ্ঞাসাবাদ শেষে বিস্তারিত তথ্য জানানো হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৭.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

বিএনপিতে যোগ দিলেন জামায়াতের বহিষ্কৃত নেতা গাজী নজরুলের ১২ অনুসারী

সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার পদ্মপুকুর ইউনিয়নে জামায়াতে ইসলামীর বহিষ্কৃত নেতা ও সংসদ সদস্য গাজী নজরুল ইসলামের অনুসারী ১২ কর্মী বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন বলে জানা গেছে। শুক্রবার (৭ আগস্ট) বিকালে ইউনিয়নের চণ্ডীপুর মডেল প্রাইমারি স্কুল মাঠে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় তারা আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিতে যোগদান করেন। ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্যামনগর উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও পদ্মপুকুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান মো. আমজাদুল ইসলাম আমজাদ। সঞ্চালনা করেন উপজেলা বিএনপির সদস্য ও পদ্মপুকুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মো. মনিরুজ্জামান। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক সোলাইমান কবির, যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক আবু সাঈদ, পৌর বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক ও সাবেক চেয়ারম্যান শেখ লিয়াকত আলী বাবু এবং উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক শফিকুল ইসলাম দুলুসহ স্থানীয় নেতারা। অনুষ্ঠানে মনিরুজ্জামানের হাত থেকে ফুলের মালা গ্রহণ করে বিএনপিতে যোগ দেন ১২ জন। আয়োজকদের দাবি, তারা সবাই জামায়াতের বহিষ্কৃত নেতা ও সংসদ সদস্য গাজী নজরুল ইসলামের অনুসারী ছিলেন। নবযোগদানকারীরা হলেন, কামাল হোসেন মিন্টু, শাহাদাত হোসেন, রফিকুল ইসলাম, আব্দুল আজিজ, জিন্নুর রহমান, আতিয়ার রহমান, মিজানুর রহমান আলী, আব্দুল মাজেদ, শাহাজালাল, শহীদ গাজী, গফুর গাজী এবং তৌহিদুর রহমান বাবু।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৭.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

যাত্রাশিল্পকে চীনের বিখ্যাত অপেরার আদলে গড়ে তোলা হবে

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ম বলেছেন, দেশের ঐতিহ্যবাহী যাত্রা ও সার্কাস শিল্প অনেকটাই হারিয়ে গেছে। এসব শিল্পকে আধুনিক রূপ দিতে সরকার কাজ করছে। এর অংশ হিসেবে যাত্রাশিল্পকে চীনের বিখ্যাত অপেরার আদলে এবং সার্কাসকে আন্তর্জাতিক মানের অ্যাক্রোবেটিক পরিবেশনার মাধ্যমে নতুনভাবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। শুক্রবার (৭ আগস্ট) বিকেলে রাজবাড়ী সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে বিশেষ বরাদ্দের আওতায় ১৯৯টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সামগ্রী, বাদ্যযন্ত্র (হারমোনিয়াম ও তবলা) এবং স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, সম্প্রতি ২৫ জন শিশুকে অ্যাক্রোবেটিক প্রশিক্ষণের জন্য চীনে পাঠানো হয়েছে। তারা প্রশিক্ষণ শেষে দেশে ফিরে এলে বাংলাদেশের সার্কাসকে বিশ্বমানের আধুনিক অ্যাক্রোবেটিক সার্কাসে রূপান্তরের কাজ এগিয়ে নেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে

দেশব্যাপী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ও কর্ম নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হবে। উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায় পেরিয়ে এ প্রতিযোগিতা আন্তর্জাতিক পর্যায়েও আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। রাজবাড়ীতে সাংস্কৃতিক অবকাঠামো উন্নয়নের কথা উল্লেখ করে আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ম বলেন, জেলায় একটি কালচারাল কমপ্লেক্স নির্মাণে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি একটি জাদুঘরও নির্মাণ করা হবে। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বিকাশের মাধ্যমে রাজবাড়ীকে একটি সাংস্কৃতিক জেলা হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর। রাজবাড়ী জেলা প্রশাসক আফরোজা পারভীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে জেলা পরিষদ প্রশাসক আব্দুস সালাম মিয়া, পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর মোরশেদসহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৭.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

শেখ হাসিনার সঙ্গে দেশে ফিরতে চান সাকিব

২০২৪ সালে শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর আর দেশে ফেরা হয়নি জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক সাকিব আল হাসানের। বিদায়ী টেস্ট খেলতে সে বছরের অক্টোবরে দেশে ফিরতে চেয়েও পারেননি তিনি। দুবাই পর্যন্ত এসে ফিরে যেতে হয় নিরাপত্তার শঙ্কায়। জাতীয় দলের হয়ে খেলতে না পারা সাকিব এখনও স্বপ্ন দেখেন দেশে ফিরবেন। বিদায়ী ম্যাচ খেলবেন দেশের মাটিতে। সরকার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিলে এসবের পাশাপাশি নিজের বিরুদ্ধে হওয়া মামলাগুলোও লড়তে চান তিনি।

বার্তাসংস্থা রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এই কথা বলেছেন তিনি। সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'সরকার যদি আমাকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়, তাহলে আমি দেশে ফিরে আদালতের বিচারসহ যা যা প্রয়োজন, সবকিছুরই মুখোমুখি হতে প্রস্তুত।' ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন সাকিব। তিনি তখন সংসদ সদস্যও ছিলেন। এখনও জাতীয় দল থেকে অবসর নেননি তিনি। ৩৯ বছর বয়সী অভিজ্ঞ সাকিব এখনও দেশের মাটিতে বিদায়ী সিরিজের পাশাপাশি খেলতে চান দেশের জার্সিতে ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপ। গণঅভ্যুত্থানে সরকারের পতন হুয়ার পর শেখ হাসিনা ভারতে আশ্রয় নেন। এরপর থেকে তিনি সেখানেই রয়েছেন। কিছুদিন আগে ডিসেম্বরে দেশে ফেরার কথা বলেছেন তিনি। জানিয়েছেন বিচারের মুখোমুখি হওয়ার কথাও। এ বিষয়ে সাকিব বলেন, যদি এখনই দেশে ফেরা সম্ভব না হয়, তাহলে তিনি শেখ হাসিনার সঙ্গেই ফেরার চেষ্টা করবেন। তিনি বলেন, 'নেত্রী যা বলেন, আমরা সেটাই অনুসরণ করি। আমি মনে করি, তারা ভালো সিদ্ধান্ত নেবেন এবং আমরা তাদের নির্দেশনা মেনে চলবো।' সম্প্রতি দিল্লিতে শেখ হাসিনার ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে অংশ নেওয়ার বিষয়ে কোনো অনুশোচনা নেই বলেও জানান তিনি। তার ভাষ্য, সেখানে তিনি শুধু শান্তি ও বাংলাদেশের অগ্রগতির কথাই বলেছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৭.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

হাসিনার বক্তব্য ভারত সমর্থন করে না: রণধীর জয়সওয়াল

চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্য নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে ভারত সরকার। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল স্পষ্টভাবে বলেছেন, ভারত সরকার হাসিনার কোনো বক্তব্যই সমর্থন করে না। শুক্রবার (৭ আগস্ট) ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে রণধীর জয়সওয়াল বলেন, বুধবারের (৫ আগস্ট) শেখ হাসিনার প্রেস কনফারেন্সে বাংলাদেশের বর্তমান সরকার নিয়ে যেসব বক্তব্য দেওয়া হয়েছে সেগুলোর সঙ্গে ভারত সরকারের কোনো সম্পৃক্ততা বা সমর্থন নেই। তাছাড়া প্রেস কনফারেন্সটি একটি বেসরকারি মাধ্যম বা সংস্থার উদ্যোগ ছিল বলেও জানান তিনি। এর আগে, বুধবার রাতে ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দিল্লিতে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানায় বাংলাদেশ সরকার। এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলা হয়, পলাতক দণ্ডপ্রাপ্ত গণহত্যাকারী শেখ হাসিনাকে নয়া দিল্লিতে সরাসরি গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার অনুমতি দেওয়ায় বাংলাদেশ ক্ষুব্ধ। সেখানে তিনি ও তার সহযোগীরা বাংলাদেশ ও এর জনগণের বিরুদ্ধে 'বিষাক্ত ঘৃণা' ছড়িয়েছেন। এ ঘটনায় বাংলাদেশ ক্ষুব্ধ। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এমন একটি দিন, যখন বাংলাদেশের জনগণ জুলাই বিপ্লবের দ্বিতীয় বার্ষিকী উদ্‌যাপন করছে, সে সময় ভারতের মাটিতে শেখ হাসিনার এই মতবিনিময় বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি অবমাননা ও জুলাই বিপ্লবের শহীদদের প্রতি গুরুতর অপমান। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে শিশুসহ নিরীহ বেসামরিক নাগরিকদের হত্যাকাণ্ড নিয়ে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত তথ্য অস্বীকার করাটা পলাতক দণ্ডপ্রাপ্ত গণহত্যাকারী শেখ হাসিনা ও তার সহযোগীদের ইতিহাস বদলে দেওয়ার একটি ব্যর্থ চেষ্টা হিসেবে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের জনগণ অতীতে এ ধরনের ঘৃণ্য চেষ্টা প্রত্যাখ্যান করেছে ও এখনো করছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৭.০৮.২০২৬ রুবাইয়াল

স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সাকিবের দেশে ফেরার সুযোগ নেই: ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মো. আমিনুল হক ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় দেশে ফেরার আর কোনো সুযোগ নেই বলে শুক্রবার এক বিবৃতি দিয়েছেন। বিবৃতিতে ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, 'রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সাকিব আল হাসানের দেশে ফেরার আর কোনো সুযোগ নেই। আমরা অনেক নমনীয়,

অনেক সহনশীলভাবেই জিনিসটাকে দেখছিলাম। এর পরে আর মনে হয় না যে ওইভাবে চিন্তা করার সুযোগ আছে।' আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাকিবকে দেশে ফিরতে হবে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, 'যে স্বৈরাচারের স্টেজে উঠেছে, তার তো আর আসার সুযোগ আছে বলে মনে হয় না। একজন খেলোয়াড় হিসেবে যেটা আমরা চিন্তা করছিলাম, আমরা নমনীয় ছিলাম। এখন আর কোনো সুযোগ নেই। যে যদি আসে, তাহলে আইনগতভাবে আসবে।' সাকিব আল হাসান একটি বিদেশি গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'যদি এখনই দেশে ফেরা সম্ভব না হয়, তাহলে শেখ হাসিনার সঙ্গেই ফেরার চেষ্টা করবো। নেত্রী যা বলেন, আমরা সেটাই অনুসরণ করি। আমি মনে করি, তারা ভালো সিদ্ধান্ত নেবেন এবং আমরা তাদের নির্দেশনা মেনে চলবো।' (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৭.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

বিদ্যুৎ সংকটে ২ মাস ধরে বন্ধ পানি সরবরাহ, বিপর্যস্ত লাখো মানুষ

দুই মাস ধরে তীব্র পানিসংকটে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের তারাবো পৌরসভার বাসিন্দারা। বিশুদ্ধ পানির অভাবে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। গোসল, রান্না থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজেও পানি সংকটে ভুগছেন স্থানীয়রা। ভুক্তভোগীদের দাবি, অনেককে দূর-দূরান্ত থেকে পানি সংগ্রহ করতে হচ্ছে, আবার কেউ কেউ বাধ্য হয়ে টাকা দিয়ে পানি কিনছেন। অথচ নিয়মিতই আদায় করা হচ্ছে পানির বিল। পৌর কর্তৃপক্ষ বলছেন, লোডশেডিংয়ের কারণে এ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। উপজেলার যাত্রামুড়াসহ বিভিন্ন স্থানের পানি উত্তোলন পাম্প হাউজগুলো বন্ধ থাকায় এ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। দ্রুত সমস্যা সমাধানে কাজ করছেন তারা। জানা গেছে, তারাবো পৌরসভা একটি শিল্পাঞ্চল। এখানে স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা লাখো শ্রমিক বিভিন্ন শিল্পকারখানায় কাজ করেন এবং ভাড়া বাসায় বসবাস করেন। তাদের জন্য যাত্রামুড়া, মোগরাকুল, মৈকুলি, দিঘীবরাবো, মাসাবো, খাদুনসহ বিভিন্ন এলাকায় ১০টি পানি উত্তোলন পাম্প স্থাপন করে পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করা হতো। কিন্তু স্থানীয়দের অভিযোগ, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংকটের অজুহাতে গত প্রায় দুই মাস ধরে পৌর কর্তৃপক্ষ কার্যত পানি সরবরাহ বন্ধ রেখেছে। এতে বিশুদ্ধ পানির তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। পানির অভাবে অনেকেই পুকুরের দুর্গন্ধযুক্ত পানিতে গোসল করতে বাধ্য হচ্ছেন। এতে স্বাস্থ্যঝুঁকিও বাড়ছে। সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়েছেন নিম্নআয়ের মানুষ ও শিল্পকারখানার শ্রমিকরা। প্রতিদিন পানি কিনে খাওয়া তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। ভুক্তভোগীরা বলছেন, সঠিক পরিকল্পনা ও রেশনিং ব্যবস্থার মাধ্যমে অন্তত নির্দিষ্ট কিছু সময়ে পানি সরবরাহ সচল রাখা সম্ভব ছিল। তা না করে হঠাৎ করে পুরো সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ায় চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় মিলেছে। পানির দাবিতে ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা পৌরসভার দ্বারে দ্বারে ধরণা দিয়েও কোনো সুরাহা পাচ্ছেন না বলে জানান তারা। স্থানীয় নাবিল টেক্সটাইলে কর্মরত এক শ্রমিক আক্ষেপ করে বলেন, আমাদের দিনে যে আয় হয়, তা দিয়ে সংসার চালানোই কঠিন। তার ওপর প্রতিদিন পানি কিনে খাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব না। সাত দিন ধরে গোসল নাই, খাওয়ার পানি নাই। তিনি বলেন, পৌরসভায় গিয়েও কোনো লাভ হচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে এখন মানবিক বিপর্যয় দেখা দেওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। অবিলম্বে রেশনিং পদ্ধতিতে হলেও দ্রুত পানি সরবরাহ চালু করার এবং সংকট নিরসনে স্থায়ী পদক্ষেপ নিলে পৌরবাসীর দুর্ভোগ লাগব হবে। বরাবো এলাকার বাসিন্দা সাইফুল বলেন, দুই মাস ধরে পানি নাই, বাচ্চাদের নিয়ে খুব কষ্টে আছি। বিল ঠিকই নেয়, কিন্তু পানি দেয় না। পৌরসভায় গেলে শুধু ঘুরায়, কোনো সমাধান দেয় না। এই পানি সংকটের দ্রুত সমাধান চাই। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৭.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

সংবাদপত্রই যেকোনো দেশের মূল চালিকাশক্তি: টুকু

সংবাদপত্রই যেকোনো দেশের মূল চালিকাশক্তি বলে মন্তব্য করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু। তিনি বলেন, সংবাদ পরিবেশনের মধ্যদিয়ে সমাজের বিভিন্ন দুর্নীতিগুলো তুলে ধরা হয়। সমাজটা যাতে সুন্দরভাবে, নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হয়, সেই দিকনির্দেশনা সংবাদপত্রের মাধ্যমে মানুষ পেয়ে থাকে। এর মধ্যে কিছু অপসাংবাদিকতা রয়েছে। অবশ্যই সেটি পরিহার করা উচিত। শুক্রবার (৭ আগস্ট) বিকেলে টাঙ্গাইলে সাপ্তাহিক 'সময় তরঙ্গ' পত্রিকার প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য এসব কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী। সাপ্তাহিক সময় তরঙ্গ পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক রওশন আলীর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন টাঙ্গাইল জেলা বিএনপির সভাপতি হাসানুজ্জামিল শাহীন, সাবেক সদস্যসচিব মাহমুদুল হক সানু, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আজগর আলী, বাংলাদেশ আঞ্চলিক সংবাদপত্র পরিষদের মহাসচিব জাফর আহমেদ, টাঙ্গাইল প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক কাজী জাকেরুল মওলা, টাঙ্গাইল টেলিভিশন রিপোর্টার্স ফোরামের সভাপতি মামুনুর রহমান প্রমুখ। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৭.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

কক্সবাজারে মেরিন ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করা হবে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, কক্সবাজারকে ঘিরে উচ্চশিক্ষা ও সামুদ্রিক গবেষণার সুযোগ সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা চলছে। এ লক্ষ্যে সরকার একটি মেরিন ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নিয়েছে। এ উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে সামুদ্রিক শিক্ষা, গবেষণা ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। শুক্রবার (৭ আগস্ট) দুপুরে ৫০০ শয্যার কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নতুন ভবন নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সমুদ্রসম্পদ ও সমুদ্রবন্দরকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারলে দেশ বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আয় করতে সক্ষম হবে। নীল অর্থনীতির (ব্লু ইকোনমি) সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে

এগিয়ে যাচ্ছে। কক্সবাজারের অপরিসীম পর্যটন সম্ভাবনাকে পূর্ণাঙ্গভাবে কাজে লাগানোর মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে বড় ধরনের অবদান রাখা সম্ভব বলেও জানান তিনি। সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ইতঃপূর্বে ফ্যাসিবাদী সরকারের সময়ে ইচ্ছেমতো বিভিন্ন এলাকাকে ইসিএ এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। জরিপকার্য পরিচালনার মাধ্যমে পর্যটনের বিকাশের জন্য এসব এলাকা পুনর্বিবেচনার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, প্রকৃতিকে সংরক্ষণ করে পর্যটনের উন্নয়নে সব ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। শুধু উঁচু ইমারত নির্মাণই পর্যটন হতে পারে না। কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের সব এলাকাজুড়েই পর্যটনকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হবে। বিশ্বব্যাপী কক্সবাজারের সৌন্দর্য ছড়িয়ে দিয়ে ভ্রমণপিপাসুদের আকৃষ্ট করতে হবে। শুধু অবকাঠামো নির্মাণকে গুরুত্ব না দিয়ে পরিবেশ সংরক্ষণ নিশ্চিত করেই পর্যটন সম্প্রসারণের চেষ্টা করতে হবে। শেখ হাসিনার দেশে ফেরা নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের মানুষ কখনোই আওয়ামী লীগের রাজনীতি গ্রহণ করবে না। কীসের হাসিনা, তার চেহারা কী দেখা গেছে? মাঝেমধ্যে শুধু আওয়াজ-টাওয়াজ শোনা যায়। তারা চেষ্টা করছে, বাংলাদেশে কোনো অস্থিরতা সৃষ্টি করা যায় কি না। বাংলাদেশের মানুষ কখনোই তাদের এসব রাজনীতি গ্রহণ করবে না। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৭.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

শেষ হলো সেনাবাহিনীর কাবাডি প্রতিযোগিতা, চ্যাম্পিয়ন ১১ পদাতিক ডিভিশন

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কাবাডি প্রতিযোগিতা ২০২৬-এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) বগুড়া সেনানিবাসে সদর দপ্তর **১১** পদাতিক ডিভিশনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। শুক্রবার (৭ আগস্ট) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। আইএসপিআর জানায়, অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন সেনাবাহিনীর অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল (এজি) মেজর জেনারেল মোহা. হোসাইন আল মোরশেদ। প্রতিযোগিতায় **১১** পদাতিক ডিভিশন দল চ্যাম্পিয়ন এবং ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেড দল রানারআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এ ছাড়া ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের জন্য **১১** পদাতিক ডিভিশনের ইউপি ল্যান্স কর্পোরাল মো. মনিরুল ইসলাম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় এবং ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের সৈনিক রোহান মিয়া শ্রেষ্ঠ নবীন খেলোয়াড় নির্বাচিত হন। গত **১** আগস্ট শুরু হওয়া এ কাবাডি প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন অঞ্চলের মোট **১**৪টি দল অংশ নেয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে সেনাসদর ও বগুড়া এরিয়ার ঊর্ধ্বতন সেনাকর্মকর্তা, প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া খেলোয়াড় এবং বিভিন্ন পর্যায়ের সেনাসদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৭.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

হাসিনাকে সংবাদ সম্মেলনের সুযোগ দেওয়া ভারতের শিষ্টাচারবহির্ভূত আচরণ

শেখ হাসিনাকে সংবাদ সম্মেলন করার সুযোগ দিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত শিষ্টাচারবহির্ভূত আচরণ প্রদর্শন করেছে উল্লেখ করে এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। শুক্রবার (৭ আগস্ট) এক বিবৃতিতে তিনি এ প্রতিবাদ জানান। এটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে জামায়াতের অফিসিয়াল পেজে প্রকাশ করা হয়। বিবৃতিতে গোলাম পরওয়ার বলেন, 'বাংলাদেশ প্রতিবেশী ভারতসহ বিশ্বের সব দেশের সঙ্গে সমমর্যাদার ভিত্তিতে পারস্পরিক সম্মানজনক কূটনৈতিক সম্পর্ক এবং দ্বিপক্ষীয় স্বার্থ রক্ষায় অঙ্গীকারাবদ্ধ। একই সঙ্গে বাংলাদেশ সব দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু দিল্লিতে বসে শেখ হাসিনার মতো একজন দণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামির বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকা এবং সেই ষড়যন্ত্র বন্ধে বাংলাদেশের কূটনৈতিক আহ্বানকে ভারত সরকার আমলে না নিয়ে তাকে আশ্রয় দেওয়া অব্যাহত রাখা আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি ও কূটনৈতিক শিষ্টাচারের চরম লঙ্ঘন। আমরা ভারত সরকারের এমন কূটনৈতিক আচরণের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।' 'শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন ফ্যাসিস্ট সরকার বিগত সাড়ে **১**৬ বছর বাংলাদেশের মানুষের ওপর চরম জুলুম-নির্যাতন, হত্যা, খুন ও গুম চালিয়েছে। সবশেষ ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে দেশপ্রেমিক জনগণের ওপর গণহত্যা চালিয়েছে। এই গণহত্যায় প্রায় দেড় হাজার মানুষ নিহত এবং ৩০ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়েছেন, যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম, জাতিসংঘের ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশন, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশনসহ বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে,' যোগ করা হয় বিবৃতিতে।

জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, 'শেখ হাসিনাকে ফেরত চেয়ে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার একাধিকবার ভারত সরকারের কাছে চিঠি দিয়েছে। কিন্তু সেই আহ্বান উপেক্ষা করে পলাতক শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দিয়ে ভারত সরকার মূলত বাংলাদেশের পরিবর্তে নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে আসছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। একই সঙ্গে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বিদ্যমান দ্বিপক্ষীয় বন্দী বিনিময় চুক্তিও উপেক্ষা করা হচ্ছে। আমরা প্রত্যাশা করি, ভারত সরকার তার অবস্থান সংশোধন করবে এবং দণ্ডপ্রাপ্ত শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশের হাতে তুলে দেবে।' তিনি বিবৃতিতে আরও বলেন, 'জুলাই গণঅভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি পালিত হলেও বর্তমান সরকার খুনি শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে পালিয়ে থেকে দেশ ও দেশের জনগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার সুযোগ পাচ্ছে খুনি শেখ হাসিনা। পলাতক শেখ হাসিনাকে দেশে ফেরত আনতে বর্তমান সরকারকে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। ইন্টারপোলের মাধ্যমে রেড নোটিশ জারি করে দণ্ডপ্রাপ্ত হাসিনাকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা

করতে হবে। একই সঙ্গে জাতিসংঘের সহযোগিতা নিতে হবে। সরকার যদি কূটনৈতিক শৈথিল্য প্রদর্শন করে, তাহলে জনগণের কাঠগড়ায় সরকারকে কঠোর জবাবদিহির মুখোমুখি হতে হবে।'
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৭.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ৩ প্রাণহানি

দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও তিন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে হামের উপসর্গে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৬৭ জনে। সেই সঙ্গে নিশ্চিত হামে ৯৬ জন মারা গেছে। শুক্রবার (৭ আগস্ট) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে হাম-সংক্রান্ত পরিস্থিতি নিয়ে এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে শুক্রবার সকাল ৮টার মধ্যে নিশ্চিত হামে কেউ মারা না গেলেও সন্দেহজনক হামে মারা গেছে তিনজন। এ নিয়ে গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত হাম-সংক্রান্ত রোগে প্রাণহানির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮৬৩ জনে। এছাড়া, নতুন করে নিশ্চিত হাম শনাক্ত হয়েছে ২০১ জনের। একই সঙ্গে নতুন সন্দেহজনক হামের রোগী শনাক্ত হয়েছে এক হাজার ১৭ জন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি হওয়া মোট সন্দেহজনক হাম রোগীর সংখ্যা এক লাখ ১৬ হাজার ৮২২ জন। তাদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ত্যাগ করেছে এক লাখ ১২ হাজার ৫২৫ জন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৭.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

মাসের পর মাস ধরে পানির সংকটে ভুগছে মিরপুর-১১

মাসের পর মাস পানির সংকটে ভুগছে রাজধানীর মিরপুর-১১ নম্বর সেকশনের বাসিন্দারা। পানির অভাবে খাওয়া-দাওয়া, রান্নাবান্না, গোসল, কাপড়-চোপড় ধোয়াসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজ করতে পারছেন না তারা। কোনো কোনো বাড়ির লোকজন পাঁচ থেকে সাত দিন পর পানি পেলেও তা ১০ থেকে ৩০ মিনিটের মধ্যেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। পানির অভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে না পেরে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন অনেকে। অনেকে বাসা ছেড়ে অন্য এলাকায় চলে যাচ্ছেন। এদিকে লাইনের পানি না পেয়ে বাধ্য হয়ে অতিরিক্ত টাকা দিয়ে ওয়াসার গাড়ির পানি কিনতে হচ্ছে লোকজনকে। ওয়াসার এই পানিও আবার চাহিদা ও সময় মতো সরকার নির্ধারিত মূল্যে পাওয়া যায় না। ওয়াসার গাড়িচালক ও সহকারীদের গাড়িপ্রতি অতিরিক্ত ২০০-৪০০ টাকা দিলেই কেবল পানি পান এলাকাবাসী। অতিরিক্ত টাকা না দিলে দিনের পর দিন অপেক্ষা করেও এলাকাবাসী পানি পান না। পানির সমস্যার বিষয়টি ওয়াসাকে প্রতিনিয়ত জানিয়েও সুরাহা পাচ্ছে না এলাকাবাসী। তাদের অভিযোগ, ওয়াসার কর্মীরা হয়ত ইচ্ছে করেই পানির সংকট দূর না করে তা জিইয়ে রেখেছেন। কেননা এতে তিন ধরনের লাভ হচ্ছে তাদের। প্রথমত পানির সংকট থাকার ফলে ওয়াসার গাড়ির পানি বিক্রি বেড়েছে কয়েক গুণ। এতে তাদের রাজস্ব আয় বেড়েছে। দ্বিতীয়ত গাড়ির পানি সাধারণত বাড়িগুলোর নিচতলায় রিজার্ভ ট্যাংকিতে ঢালা হয়। এরপর তা মোটরের সাহায্যে বাড়ির ওপরের ট্যাংকিতে তোলা হয়। পানি ওপরে তোলার সময় মিটার ঘুরতে থাকে। এতে মাস শেষে ওয়াসার এই কেনা পানিও মাসিক বিলে যুক্ত হয়। এতে দ্বৈত বিলের সম্মুখীন হচ্ছেন ওয়াসার গ্রাহকরা। তৃতীয়ত গাড়ির পানি বিক্রিতে অতিরিক্ত টাকা আদায় করে রাতারাতি 'আঙুল ফুলে কলা গাছ' হচ্ছেন ওয়াসা কর্মীরা। সরেজমিনে মিরপুর-১১ নম্বর সেকশনে গিয়ে স্থানীয় একাধিক বাসিন্দার সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানা গেছে। প্রায় ১৮ বছর ধরে ওই এলাকায় বসবাস করেন পারভীন আক্তার। মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) তার বাসায় গিয়ে দেখা যায়, তরকারি কেটে বসে আছেন। কিন্তু বাসায় পানি নেই, গ্যাসও নেই। পারভীন জানান, দেড় যুগ ধরে মিরপুরে থাকলেও আগে কখনো এমন সংকটে পড়েননি। পানির অভাবে আড়াই থেকে তিন মাস ধরে পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠেছে।

পারভীন জাগো নিউজকে বলেন, 'পাঁচ থেকে সাত দিন পর পানি আসে। এলেও আধা ঘণ্টার বেশি থাকে না। অনেক সময় ১০ মিনিটের মধ্যেই পানি শেষ হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে ৮০০ টাকা দিয়ে এক গাড়ি পানি কিনতে হয়। কিন্তু সাততলা ভবনের বাসিন্দাদের মধ্যে সেই পানি ভাগ করে দিলে দুই-চার বালতির বেশি কারও ভাগে পড়ে না।' তার ভাষ্য, 'পাশের বাসা থেকে অল্প পানি এনে বাচ্চাদের হাত-মুখ ধুইয়ে মাদরাসায় পাঠাতে হয়েছে। লাইনে পানি না থাকায় খাবার পানিও পাওয়া যাচ্ছে না। ঠিকমতো গোসল করতে না পারায় বাচ্চারা অসুস্থ হয়ে পড়ছে।' স্থানীয় বাসিন্দা উম্মে সালমা জাগো নিউজকে বলেন, 'পানির সংকটে পুরো এলাকার মানুষ স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়েছেন। আমরা নিজেরা অসুস্থ হচ্ছি, বাচ্চারাও অসুস্থ হচ্ছে। বাসনপত্র ধোয়া যায় না, ঘরবাড়ি নোংরা হয়ে থাকে। মুরব্বিরাও অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। অনেক সময় তিন দিন পর গোসল করতে হয়।' সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'যদি কোথাও কোনো সমস্যা থাকে, তাহলে সরকার দ্রুত ব্যবস্থা নিক। যেভাবেই হোক আমাদের নিয়মিত পানির ব্যবস্থা করে দিক।'
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০৮.২০২৬ রিহাব)

স্বাভাবিক হচ্ছে গ্যাস সরবরাহ, ধীরে ধীরে কমছে ভোগান্তিও

মহেশখালীর ভাসমান টার্মিনালে কারিগরি ত্রুটির কারণে এলএনজি সরবরাহ কমে যাওয়ায় গত কিছুদিন ধরে সারাদেশে চলা তীব্র গ্যাস সংকট ধীরে ধীরে কাটতে শুরু করেছে। মহেশখালীর এলএনজি টার্মিনাল থেকে জাতীয় গ্রিডে পুনঃগ্যাসীকৃত এলএনজি (আরএলএনজি) সরবরাহ বাড়ায় রাজধানীসহ বিভিন্ন এলাকায় গ্যাসের চাপ কিছুটা স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। শুক্রবার (৭ আগস্ট) রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় গ্যাস সরবরাহ অনেকটাই স্বাভাবিক হওয়ার তথ্য

পাওয়া গেছে। ঢাকার মিরপুরের বাসিন্দা তামান্না বলেন, দুই সপ্তাহ ধরে গ্যাস ছিল না। রান্না করতে খুবই ঝামেলা হয়েছে। আজ সকালে গ্যাসের চাপ কিছুটা বেড়েছে দেখলাম। রান্নায় আগের চাইতে একটু স্বস্তি ফিরেছে। শাহবাগে সিএনজি অটোরিকশা চালক ইকরাম হোসেন বলেন, গত দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে গ্যাস সংকটে ছিলাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়েও গ্যাস পেতাম না। আজ কষ্ট কিছুটা কম হলো। যা গ্যাস নিয়েছি আজকের দিন চলে যাবে। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, এলএনজি টার্মিনালের কারিগরি ত্রুটি মেরামতের পর ধীরে ধীরে গ্যাস সরবরাহ বাড়ানো হচ্ছে। ফলে আবাসিক, শিল্প ও সিএনজি স্টেশনগুলোতে আগের তুলনায় পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। তবে কিছু এলাকায় এখনো গ্যাসের চাপ কম রয়েছে এবং পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে আরও কিছুটা সময় লাগতে পারে। এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ বলেছেন, যান্ত্রিক ত্রুটির সমাধান শেষে ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল বা ফ্লোটিং স্টোরেজ অ্যান্ড রিগ্যাসিফিকেশন ইউনিট (এফএসআরইউ) আজ (বৃহস্পতিবার) বিকেল থেকে গ্যাস সরবরাহ শুরু করবে। এর ফলে আগামী দু-তিনদিনের মধ্যে গ্যাসের সরবরাহ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে। এর আগে মহেশখালীর এলএনজি টার্মিনালে কারিগরি সমস্যার কারণে জাতীয় গ্রিডে আরএলএনজি সরবরাহ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। এতে রাজধানীসহ তিতাস গ্যাসের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় তীব্র গ্যাস সংকট দেখা দেয়। অনেক বাসাবাড়িতে রান্নার কাজে ভোগান্তি তৈরি হয়। পাশাপাশি গ্যাসের চাপ কম থাকায় শিল্পকারখানার উৎপাদন ব্যাহত এবং বিভিন্ন সিএনজি স্টেশনে দীর্ঘ অপেক্ষার সৃষ্টি হয়।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০৮.২০২৬ রিহাব)

সিলেটে দুই বাসের সংঘর্ষ: নিহত বেড়ে ৯

ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ওসমানীনগরে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৯ জনে দাঁড়িয়েছে। এতে আহত হয়েছেন অন্তত ১৩ জন। শুক্রবার (৭ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার কাশিকাপন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে দুইজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। নিহতরা হলেন- সিলেট নগরীর সোবহানীঘাট এলাকার উত্তম রায়ের ছেলে সপ্তম রায় প্রীতম (২২) ও ঢাকার বিক্রমপুর এলাকার জাহাঙ্গীর শেখের মেয়ে জাইফা (৩)। বাকি ৭ জনের পরিচয় এখনো শনাক্ত হয়নি। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ১৩ জন। তাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশ জানায়, শুক্রবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার কাশিকাপন এলাকায় ঢাকাগামী ইউনিক পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে বেঙ্গল পরিবহনের একটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে ইউনিক বাসটি খাদে পড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই ইউনিক বাসের ৭ যাত্রীর মৃত্যু হয়। পরে হাসপাতালে নেওয়ার পর আরও দুইজনের মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয়দের সহায়তায় পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা আহত ও নিহতদের উদ্ধার করেন। দুর্ঘটনার পর কিছু সময় যান চলাচল ব্যাহত হলেও বর্তমানে মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। শেরপুর হাইওয়ে পুলিশের ইনচার্জ আনিসুর রহমান বলেন, দুই বাসের সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বর্তমানে মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০৮.২০২৬ রিহাব)

জুলাই সনদ ইস্যুতে আমরা দুই মেরুতে রয়েছি: ডা. শফিকুর

জুলাই সনদ ইস্যুতে সরকার এবং আমরা এখনো আমরা দুই মেরুতে রয়েছি। দেশের ৭০ ভাগ মানুষের রায়কে অবশ্যই সম্মান করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই অপমান করতে দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন বিরোধীদলীয় নেতা ও জামায়াতের আমির ও ডা. শফিকুর রহমান। শুক্রবার (৭ আগস্ট) বেলা ১১টায় বাগেরহাট সার্কিট হাউজ মিলনায়তনে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন। শেখ হাসিনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ দেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। অসংখ্য মায়ের বুক খালি করেছে, গুম করেছে। এখন পর্যন্ত আওয়ামী লীগ দুঃখ প্রকাশ করেনি। সামান্য অনুশোচনাও নেই। সীমান্তের ওপারে বসে উস্কানি অব্যাহত রেখেছে। এরকম একটা দল, যারা গুম করলো, খুন করলো, পঙ্গু করলো। একটা জেনারেশন যাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেলো। তারা আবার কোনো ধরনের অনুশোচনা ছাড়া রাজনীতিতে ফিরতে চায়। সরকারের উচিত নিজ দায়িত্বে তাকে দেশে এনে বিচারের ব্যবস্থা করা। বিরোধীদলের ভূমিকা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এক সময় সংসদে মারামারি হয়েছে। ফাইল ছুঁড়ে মারা হয়েছে। একে অন্যের দিকে তেড়ে গেছে। অশ্লীল অশ্রব্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়েছে। আমরা সে পার্লামেন্ট চাই না। আমরা একটা সভ্য জগতের পার্লামেন্ট দেখতে চাই। এজন্য প্রথম দিন থেকে বিরোধীদল হিসেবে আমাদের ভূমিকা ছিল গঠনমূলক। যা আমরা অব্যাহত রাখব। কোনো উস্কানিতেই এ জায়গা থেকে আমরা সরে আসবো না।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০৮.২০২৬ রিহাব)

শেখ হাসিনা দেশে আসুক, গণহত্যার দায় নিয়ে কারাগারে যাক: আইনমন্ত্রী

আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান বলেছেন, আমি বিশ্বাস করতে চাই শেখ হাসিনা ডিসেম্বরে দেশে ফিরে গণহত্যার দায় নিয়ে কারাগারে যাক। আইনি পথ ধরে হাটুক। আইনের ক্ষমতা অনেক দীর্ঘ, আইন তার নিজস্ব গতিতেই চলবে। মন্ত্রী বলেন, শেখ হাসিনা সম্পর্কে আমার বলার একটাই কথা, আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে উনি বাংলাদেশকে খুন করেননি। উনি খুন, গুম, গণহত্যায় জড়িত ছিলেন না। সেই সব সত্যের মুখোমুখি যদি তিনি হতে চান, তাহলে অবশ্যই আসবেন। শুক্রবার (৭ আগস্ট) বেলা ১১টায় ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে

আয়োজিত ‘আগামীর শৈলকুপা’ শীর্ষক মতবিনিময় সভা ও প্রয়াত বরেণ্য শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ারের স্মরণ সভায় তিনি এ কথা বলেন। বিচার বিভাগের স্বচ্ছতা ও জনগণের প্রত্যাশা প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, বিচার বিভাগ নিয়ে আপনার কাছে সমস্যা একরকম, আমার কাছে সমস্যা আরেক রকম। কেউ বলবেন বিচার বিভাগ দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে, অনেকেই বলবেন টাউট বাটপারিতে ছেয়ে গেছে। অনেকেই বলবেন স্ট্রাকচার নেই। আর আমার কাছে বিচার বিভাগের সবচেয়ে বড় সংকট হলো, মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন বিচারকের অভাব। আমি যদি পেশা হিসেবে বিচারক বেছে নিই, তাহলে আমাকে ধরে নিতে হবে আমি আর দশটা চাকরির মতোই চাকরি করতে আসছি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০৮.২০২৬ রিহাব)

কাজের খোঁজে হাটে আসাই কাল হলো ৭ শ্রমিকের

রংপুর, গাইবান্ধা, পাবনাসহ বিভিন্ন জেলা থেকে আসা দিনমজুররা প্রতিদিন ভোরে বগুড়ার এরুলিয়া বাজারের এই হাটে কাজের সন্ধানে জড়ো হন। স্থানীয় গৃহস্থরা এখান থেকেই দৈনিক মজুরিতে শ্রমিক সংগ্রহ করেন। শুক্রবার (৭ আগস্ট) ভোরেও একইভাবে কাজের সন্ধানে ওই হাটে গিয়ে দাঁড়ান শ্রমিকরা। কিন্তু নিয়ন্ত্রণহীন একটি বাস উঠে পড়ে তাদের ওপর। আর এতেই প্রাণ হারান ৭ শ্রমিক। ঢাকা থেকে নওগাঁ অভিমুখী ‘শাহ ফতেহ আলী পরিবহন’ নামের একটি যাত্রীবাহী বাস দ্রুতগতিতে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দিনমজুরদের ওপর উঠে যায়। ব্রেক করার কারণে বাসটি উল্টো ঘুরে বগুড়াগামী হয়ে পড়ে। এতে ঘটনাস্থলেই তিন শ্রমিক নিহত হন। পরে হাসপাতালে নেওয়ার পথে আরও চারজন মারা যান। শুক্রবার (৭ আগস্ট) ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে এরুলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এদিকে দুর্ঘটনার পর ক্ষুব্ধ দিনমজুর ও স্থানীয় বাসিন্দারা মহাসড়ক অবরোধ করেন। তারা এই স্থানে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার কথা উল্লেখ করে স্থায়ী গতিরোধক নির্মাণের দাবি জানান। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত কোনো যানবাহন চলতে দেওয়া হবে না বলে জানান আন্দোলনকারীরা। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে তিনজনের পরিচয় জানা গেছে। তারা হলেন- বগুড়া সদর উপজেলার ফাপড় এলাকার বেলাল, গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জের আমিরুল এবং নূর আলম নামের এক ব্যক্তি। বাকিদের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। নিহত ও আহত ব্যক্তিরা সবাই কাজের সন্ধানে ভোরে এরুলিয়া বাজারে বসা শ্রমিকের হাটে এসেছিলেন। আহতদের উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা। বগুড়া সদর থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) শফিকুল ইসলাম বলেন, বাসচাপায় ঘটনাস্থলে তিনজন ও পরে হাসপাতালে আরও চারজন মারা গেছেন। আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করার ও সড়ক সচল করার চেষ্টা চালাচ্ছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০৮.২০২৬ রিহাব)

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ১৫ কিমি যানজট

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লা অংশে প্রায় ১৫ কিলোমিটারজুড়ে যানজট সৃষ্টি হয়েছে। শুক্রবার (৭ আগস্ট) সকাল থেকে কুমিল্লা সদর উপজেলার আলেখারচর থেকে সদর দক্ষিণ উপজেলার সুয়াগাজী পর্যন্ত যানবাহনের দীর্ঘ সারি দেখা যায়। এতে চরম দুর্ভোগে পড়েন হাজারও যাত্রী। হাইওয়ে পুলিশ জানায়, কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টসংলগ্ন আমতলী এলাকায় ঢাকামুখী লেনের বিভিন্ন স্থানে টানা বৃষ্টিতে সড়ক বড় বড় গর্ত সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণে যানবাহন ধীরগতিতে চলাচল করায় যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। পরে কিছু চালক উল্টো পথে চলাচলের চেষ্টা করলে চট্টগ্রামমুখী লেনেও যানজট ছড়িয়ে পড়ে। মহাসড়কে আটকে পড়া লরি চালক আসাদুল ইসলাম জানান, ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই স্থানে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় গন্তব্যে পৌঁছাতে কয়েক ঘণ্টা অতিরিক্ত সময় লাগছে। এতে একদিকে যেমন জ্বালানি অপচয় হচ্ছে, অন্যদিকে পরিবহন ব্যয়ও বেড়ে যাচ্ছে। যানজটে আটকে থাকা বাসযাত্রী ঝর্ণা আক্তার জানান, সকাল ৮টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত মাত্র তিন কিমি এসেছি। চট্টগ্রাম বাবার বাড়ি যাচ্ছি। সঙ্গে দুই মেয়ে রয়েছে। ভোর ৬টায় ঢাকা থেকে বাসে উঠেছি। স্থানীয়রা জানান, বর্ষা এলেই আমতলী এলাকায় একই ধরনের দুর্ভোগের শিকার হতে হয়। দীর্ঘ সময় যানবাহনে আটকে থাকায় নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও অসুস্থ যাত্রীরা সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়েন। ময়নামতি হাইওয়ে ক্রসিং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনিসুর রহমান জানান, ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লার আমতলী এলাকায় সংস্কার কাজ চলছে। সে জন্য সড়কে বাহনের ধীরগতি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০৮.২০২৬ রিহাব)

নারায়ণগঞ্জে গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণ, একই পরিবারের দগ্ধ ৩

নারায়ণগঞ্জে গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণের ঘটনায় একই পরিবারে শিশুসহ তিনজন দগ্ধ হয়েছেন। তারা হলেন, মো. মাইদুল ইসলাম (২৭), মোছা. বিউটি আক্তার (২৪) ও মো. মারুফ (৮)। তাদেরকে জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের সবার অবস্থা আশঙ্কাজনক। শুক্রবার (৭ আগস্ট) সকাল ৯টার দিকে দগ্ধ অবস্থায় তাদেরকে উদ্ধার করে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে ভর্তি দেওয়া হয়েছে। ভোরের দিকে এই ঘটনা ঘটে। জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক ডা. শাওন বিন রহমান জানান, নারায়ণগঞ্জ এলাকা গ্যাস লাইনে লিকেজ থেকে বিস্ফোরণে আমাদের এখানে শিশুসহ ৩ জন এসেছে। তাদের মধ্যে মাইদুলের শরীরে ৮৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে, বিউটির শরীরের ৮০ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে ও মারুফের শরীরের ৯০ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। তাদের সবার অবস্থা আশঙ্কাজনক। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০৮.২০২৬ রিহাব)

রাজধানীতে ডিএমপির অভিযানে ২৪ ঘণ্টায় গ্রেফতার ৪১৪

রাজধানীতে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) নিয়মিত অভিযানে গত ২৪ ঘণ্টায় ৪১৪ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। একই সময়ে ৪৭ টি মামলা করা হয়েছে বলে জানায় ডিএমপি। শুক্রবার (৭ আগস্ট) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদী এ তথ্য জানান। নিয়াজ মেহেদী বলেন, রাজধানীর বিভিন্ন থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন আলামত ও মাদকদ্রব্য জব্দসহ তাদের গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারদের মধ্যে রমনা বিভাগে ২৭ জন, লালবাগ বিভাগে ২২ জন, ওয়ারী বিভাগ ৪৮ জন, মতিঝিল বিভাগ ৭২ জন, তেজগাঁও বিভাগ ৪৫ জন, মিরপুর বিভাগে ১১২ জন, গুলশান বিভাগে ৩৫ জন এবং উত্তরা বিভাগে ৫৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে ১টি বিদেশি রিভলবার , ৩রাউন্ড গুলি, ৩০ কেজি ৫৪০ গ্রাম গাঁজা, ১০ হাজার ২৮৭ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, প্যাথেড্রিন ইনজেকশন গ্রহনের সিরিঞ্জ ১৮টি, সিরিঞ্জের সুঁই ২৪টি, ইয়াবা সেবনে ব্যবহৃত ফয়েল পেপার, ৪ হাজার ২২ প্যাকেট সিগারেট, ১৩টি মোবাইল, ৫টি নিষিদ্ধ লিফলেট, ২টি কার্ড, ৫০ হাজার টাকা মূল্যের জাল নোট, ১টি ট্রাক, ১টি প্রাইভেটকার, ২টি সিএনজি ও ৩০টি চেতনানাশক এন্টিভেন ট্যাবলেট জব্দ করা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০৮.২০২৬ রিহাব)

ঢাবিতে মেট্রোরেলের নিচে পড়ে ছিল যুবকের মরদেহ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) এলাকায় মেট্রোরেলের নিচে থেকে অজ্ঞাতপরিচয় (৩৫) এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (৭ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে অচেতন অবস্থায় ওই যুবককে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। শাহবাগ থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. ইলিয়াস হোসেন বলেন, সকালের দিকে খবর পেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় মেট্রোরেলের নিচে অচেতন অবস্থায় এক যুবককে পড়ে থাকতে দেখি। পরে অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। তিনি আরও জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, মাদক সেবনের কারণে অসুস্থ হয়ে ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের পরিচয় শনাক্তে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) ক্রাইম সিমকে খবর দেওয়া হয়েছে। মরদেহ ঢাকা মেডিকেলের মর্গে রাখা হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০৮.২০২৬ রিহাব)

স্কুলছাত্রীর মৃত্যুর ঘটনায় সিসিটিভিতে যা দেখা গেল

রাজশাহীতে অর্ধবার্ষিক পরীক্ষার ফল ঘোষণার পর বিদ্যালয়ের ছয়তলা ভবন থেকে লাফ দিয়ে এক স্কুলছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ বলছে, সিসিটিভি ফুটেজে শিক্ষার্থীর নিজেই ভবনের ওপর থেকে লাফ দেওয়ার ঘটনা দেখা গেছে। এ ঘটনায় পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকলেও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিভ্রান্তিকর তথ্যের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছে রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ (আরএমপি)। রাজশাহীতে শ্রেণিকক্ষে অর্ধবার্ষিক পরীক্ষার ফল ঘোষণার পর এক স্কুলছাত্রী বিদ্যালয়ের ছয়তলা ভবন থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে রাজশাহী নগরের বুলনপুর এলাকায় মিশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে। নিহত শিক্ষার্থীর নাম ফারিনা আজিবা ঝিলিক (১৩)। সে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ত। নগরের সুফিয়ানের মোড়ে সে তার পরিবারের সঙ্গে ভাড়া বাসায় থাকত। তার বাবা একজন পুলিশ সদস্য। তিনি রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের (আরএমপি) বিশেষ শাখায় (সিটিএসবি) কর্মরত আছেন। মেয়ের মৃত্যুর বিষয়ে পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকলেও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে বিভ্রান্তিকর তথ্যে। পরে আরএমপির পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে একটি প্রতিবাদলিপি দেওয়া হয়েছে। নগরের রাজপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম আজাদ বলেন, সকালে শ্রেণিকক্ষে অর্ধবার্ষিক পরীক্ষার ফল ঘোষণা করা হচ্ছিল। ফল শোনার পর ওই শিক্ষার্থী শৌচাগারে যাওয়ার কথা বলে তিনতলার ওই শ্রেণিকক্ষ থেকে বের হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০৮.২০২৬ রিহাব)

৪ বগি লাইনচ্যুত, ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ

ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে জামালপুর কমিউটার ট্রেনের একটি পাওয়ারকারসহ চারটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। এ ঘটনায় ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে ট্রেন চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে। শুক্রবার (৭ আগস্ট) সকাল ৯টার দিকে গফরগাঁও রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন শিবগঞ্জ রোড রেলক্রসিং এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ময়মনসিংহ রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আকতার হোসেন জাগো নিউজকে বলেন, জামালপুর থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসা জামালপুর কমিউটার ট্রেনটি গফরগাঁও রেলওয়ে স্টেশনে প্রবেশের আগ মুহূর্তে সামনের একটি পাওয়ারকারসহ চারটি বগি লাইনচ্যুত হয়। তিনি বলেন, দুর্ঘটনার পর ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে ট্রেন চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে। লাইনচ্যুত বগিগুলো উদ্ধারে রিলিফ ট্রেন পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। উদ্ধার কাজ শেষে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০৮.২০২৬ রিহাব)

বাড্ডায় ভোররাতে এসির তার চুরি, দুই শিশু আটক

রাজধানীর বাড্ডার আফতাবনগর এলাকায় চোরাই এসির তারসহ দুই শিশুকে আটক করেছে পুলিশ। শুক্রবার (৭ আগস্ট) ডিএমপির অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (এডিসি) নিয়াজ মেহেদী এই তথ্য জানান। তিনি বলেন, শুক্রবার

ভোর ৪টার দিকে আফতাবনগরের জহিরুল ইসলাম সিটির বি ব্লকে ইম্পেরিয়াল কলেজের সামনে সোসাইটির নিরাপত্তাকর্মীরা দুই শিশুকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখেন। পুলিশকে খবর দেওয়া হলে তাৎক্ষণিক পুলিশ সেখানে গিয়ে তাদের আটক করে। এসময় তাদের কাছ থেকে চোরাই এসির কাটা তার উদ্ধার করা হয়। আটক শিশুদের জিজ্ঞাসাবাদে তারা জানায়, সোসাইটির বিভিন্ন ফ্ল্যাট থেকে এসির তার চুরি করে বিক্রির উদ্দেশ্যে নিজেদের হেফাজতে রেখেছিল তারা। এ ঘটনায় আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত দুই শিশুর বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলেও জানান এডিসি নিয়াজ মেহেদী। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০৮.২০২৬ রিহাব)

যাত্রাবাড়ী থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ১২

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১২ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (৭ আগস্ট) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদী এ তথ্য জানান। নিয়াজ মেহেদী বলেন, গতকাল বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) যাত্রাবাড়ী থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১২ জনকে গ্রেফতার করেছে যাত্রাবাড়ী থানা পুলিশ। গ্রেফতারদের মধ্যে নিয়মিত মামলার আসামিসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত অপরাধীরা রয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০৮.২০২৬ রিহাব)

পিএসসিতে ৪ সদস্য নিয়োগ

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনে (পিএসসি) চারজন সদস্য নিয়োগ দিয়েছে সরকার। মো. নজরুল ইসলাম, মোহাম্মদ আলী, মো. ফেরদৌস হোসেন ও ইয়াসমিন গফুরকে সদস্য নিয়োগ দিয়ে বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। সংবিধানের ১৩৮(১) অনুচ্ছেদে দেওয়া ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি তাদের জনস্বার্থে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য পদে নিয়োগ দিয়েছেন বলে প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে। এতে আরও বলা হয়, সংবিধানের ১৩৯(১) অনুচ্ছেদ অনুসারে তারা দায়িত্বভার গ্রহণের তারিখ থেকে ৫ বছর বা তার ৬৫ বছর বয়স পূর্ণ হওয়া- এর মধ্যে যা আগে ঘটে, সে সময় পর্যন্ত পিএসসির সদস্যপদে বহাল থাকবেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০৮.২০২৬ রিহাব)

বনানীতে আওয়ামী লীগের মশাল মিছিলের প্রস্তুতি, শিশুসহ আটক ৭

রাজধানীর বনানী এলাকায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের মশাল মিছিলের চেষ্টাকালে অভিযান পরিচালনা করে শিশুসহ সাতজনকে আটক করেছে বনানী থানা পুলিশ। বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) দিনগত রাত ১২টা ২০ মিনিটের দিকে বনানীর আর্মি স্টেডিয়ামের বিপরীত পাশে অভিযান পরিচালনা করে তাদের আটক করা হয়। আটকরা হলেন- মো. আরিফ (১৯), মো. শাকিল আহমেদ (১৯), আশিক আহমেদ মোস্তফা (১৯) এবং আইনের সংঘাতে জড়িত ৪ জন শিশু। শুক্রবার (৭ আগস্ট) বনানী থানার বরাতে ডিএমপির অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (এডিসি) নিয়াজ মেহেদী জানান, বনানী থানা পুলিশের একটি টিম জানতে পারে সৈনিক ক্লাব থেকে আর্মি স্টেডিয়ামের দিকে যাওয়ার সময় ঢাকা-ময়মনসিংহ (আউটগোয়িং) মহাসড়কে আর্মি স্টেডিয়ামের বিপরীত পাশে প্রায় ১০০-১২০ জনের একটি দল মশালসহ মিছিলের উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে বনানী থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে অভিযান পরিচালনা করে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত ৭ জনকে আটক করে। এসময় তাদের কাছ থেকে ৭০টি মশাল, ১টি ব্যানার এবং ৭৭টি ফেসমাস্ক উদ্ধার করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০৮.২০২৬ রিহাব)

ডেপুটি স্পিকারের নামে জাল ডিও লেটার: এসিল্যান্ড শাওনের বিরুদ্ধে মামলা

জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার (বর্তমান ভারপ্রাপ্ত স্পিকার) ব্যারিস্টার কায়সার কামালের নামে জাল ডিও (আধা সরকারি) লেটার তৈরি ও ব্যবহার করে বদলি প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তারের চেষ্টার অভিযোগে সহকারী কমিশনার (এসিল্যান্ড/ভূমি) শাওন মজুমদার সুমনের বিরুদ্ধে রাজধানীর শেরেবাংলা নগর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। সংসদ সচিবালয়ের গণসংযোগ অধিশাখা-১-এর পরিচালক মো. মনির হোসেন বাদী হয়ে দায়ের করা মামলার এজাহারে বরগুনা সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাওন মজুমদার সুমনকে প্রধান আসামি করা হয়েছে। এছাড়া অজ্ঞাতনামা আরও কয়েকজনকে আসামি করা হয়েছে। মামলার এজাহারে বলা হয়, গত ২৪ জুলাই জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সচিবের মাধ্যমে বাদী জানতে পারেন, আসামি শাওন মজুমদার সুমন ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামালের নামে একটি জাল ডিও লেটার তৈরি করে তাতে ডেপুটি স্পিকারের স্বাক্ষর ও সরকারি লেটারহেড ব্যবহার করেন। ওই পত্রের মাধ্যমে তাকে বরগুনা সদর থেকে পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালী উপজেলায় বদলির আদেশ বাতিল করে ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জে সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসেবে পদায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপন বা উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়। পরে বিষয়টি যাচাই-বাছাই করে দেখা যায়, কথিত ডিও লেটারটি জাতীয় সংসদ সচিবালয় থেকে ইস্যু করা হয়নি। এছাড়া পত্রে ব্যবহৃত ডেপুটি স্পিকারের স্বাক্ষর, ভাষা, বিন্যাস ও অন্যান্য নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য সরকারি রেকর্ডের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। ফলে প্রাথমিকভাবে এটি জাল বলে প্রতীয়মান হয়। এজাহারে আরও বলা হয়, এ ধরনের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ডেপুটি স্পিকারের সাংবিধানিক পদমর্যাদা ও ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে, জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সরকারি নথি ও পরিচয় অবৈধভাবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং সরকারি কর্মকর্তাদের পদায়ন ও

বদলি প্রক্রিয়ায় প্রতারণার মাধ্যমে অবৈধ প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করা হয়েছে। একই সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রতি জনসাধারণের আস্থা নষ্টেরও অপচেষ্টা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০৮.২০২৬ রিহাব)

ইলিয়াস আলীকে 'দ্বিতীয় চেষ্টায়' জিয়াউল আহসানের নেতৃত্বে অপহরণ

বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য এম ইলিয়াস আলীকে গুম করে হত্যার উদ্দেশ্যে অপহরণের প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর দ্বিতীয় দফায় তাকে তুলে নেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় ওই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন সাবেক সেনা কর্মকর্তা জিয়াউল আহসান- এমন দাবি করেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশন। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, ইলিয়াস আলীকে গুমের ঘটনায় সেনা হেফাজতে থাকা উইং কমান্ডার সাইফুর রহমানকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেফতার দেখাতে ট্রাইব্যুনালে আবেদন করা হয়েছে। তিনি বলেন, উইং কমান্ডার সাইফুর রহমানকে গ্রেফতার দেখানোর বিষয়ে আগামী রোববার (৯ আগস্ট) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আদেশ দিতে পারেন বলে আশা করা হচ্ছে। ২০১২ সালের ১৭ এপ্রিল গভীর রাতে রাজধানীর বনানী এলাকা থেকে ইলিয়াস আলী ও তার গাড়ি চালককে তুলে নেয়া হয়। এরপর তাদের খোঁজ মেলেনি। বিএনপি নেতাদের অভিযোগ তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নির্দেশেই ইলিয়াস আলীকে `গুম' করা হয়। বিমান বাহিনীর তৎকালীন স্কোয়াড্রন লিডার সাইফুর রহমান সে সময় র‍্যাবের গোয়েন্দা শাখায় কর্মরত ছিলেন। আর তৎকালীন লেফটেন্যান্ট কর্নেল জিয়াউল আহসান ছিলেন র‍্যাবের গোয়েন্দা শাখার পরিচালক। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর জিয়াউল আহসানকে যখন সেনাবাহিনী থেকে অব্যাহতি দিয়ে গ্রেফতার করা গ্রেফতার হয়, তখন তিনি ছিলেন মেজর জেনারেল। সর্বশেষ তিনি ছিলেন ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টারে (এনটিএমসি) পরিচালক। সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল এস এম এস শফিউদ্দিন আহমেদের জামাতা সাইফুর রহমান সর্বশেষ বিমানবন্দর দপ্তরে ডিরেক্টরেট অফ ইয়ার ট্রেনিং ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। গত ২১ জুন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের শতাধিক গুম-খুনের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সেনাবাহিনীর ওয়ারেন্ট অফিসার ইমরুল কায়েসের জবানবন্দিতে ইলিয়াস আলীর গুম ও হত্যার ঘটনায় সাইফুর রহমানের নাম আসে। এর পর ২৬ জুলাই রাতে তার বাসা থেকে তাকে আটক করে বিশেষ সামরিক পুলিশ শাখা (প্রভোস্ট) পরে তাকে বাহিনীর বিশেষ সেলে হেফাজতে রাখা হয়। চিফ প্রসিকিউটর বলেন, 'প্রাথমিক তদন্ত ও সাক্ষীদের জবানবন্দিতে ইলিয়াস আলীকে অপহরণের ঘটনায় উইং কমান্ডার সাইফুর রহমানের সরাসরি সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল শেখ মামুন খালেদসহ অন্যদের ভূমিকা নিয়েও তদন্ত চলছে।' জানা যায়, এম ইলিয়াস আলী টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ও সোচ্চার সমালোচক ছিলেন। ২০০৯ সালে ভারতের টিপাইমুখ বাঁধের সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে সিলেট অঞ্চলে গড়ে ওঠা আন্দোলনেও তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০৮.২০২৬ রিহাব)

ত্রিদেশীয় সীমান্তে আরাকান-ইউপিডিএফ-কেএনএফের 'জোট'

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি সীমান্ত এখন শুধু ভৌগোলিক সীমানা নয়, জাতীয় নিরাপত্তার অন্যতম স্পর্শকাতর ফ্রন্টলাইন। বাংলাদেশ-ভারত-মিয়ানমার সীমান্তজুড়ে সশস্ত্র গোষ্ঠীর তৎপরতা, অস্ত্র পাচারের অভিযোগ ও আন্তঃসীমান্ত যোগাযোগের বিস্তার নিরাপত্তা নিয়ে তৈরি করেছে নতুন উদ্বেগ। নিরাপত্তা-সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলোর দাবি, মিয়ানমারের রাখাইন ও চিন রাজ্য থেকে দুর্গম সীমান্ত রুট ব্যবহার করে অস্ত্র প্রবেশের ঝুঁকি বেড়েছে। এটা শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন-শৃঙ্খলা নয়, ১৯৯৭ সালের পার্বত্য শান্তিচুক্তির স্থিতিশীলতা ও দেশের সার্বিক নিরাপত্তার জন্যও বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে। তদন্ত-সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ, মিয়ানমার ও ভারতের সীমান্ত সংযোগস্থল ঘিরে আরাকান আর্মি, ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) ও কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্টের (কেএনএফ) সদস্যদের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের অভিযোগ রয়েছে। একই সঙ্গে দুর্গম পাহাড়ি করিডোরগুলো ভারী অস্ত্র ও গোলাবারুদ পরিবহনের সম্ভাব্য রুট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে নিরাপত্তা বাহিনীর একাধিক সূত্র। তাদের মতে, এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে ত্রিদেশীয় সীমান্ত এলাকা একটি উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ নিরাপত্তা বলয়ে পরিণত হতে পারে। যার প্রভাব সীমান্ত পেরিয়ে পুরো অঞ্চলের স্থিতিশীলতার ওপর পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। স্থানীয় সূত্রগুলো বলছে, বর্তমানে পাহাড়ে নিরাপত্তা বাহিনীর লাগাতার অভিযানের মুখে ইউপিডিএফ তাদের কৌশল পাল্টে অন্য দেশবিরোধী ও বিদেশি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মেলাতে শুরু করেছে। সম্প্রতি মিয়ানমারভিত্তিক সশস্ত্র সংগঠন আরাকান আর্মি ও বান্দরবানের পার্বত্য অঞ্চলের কেএনএফের সঙ্গে ইউপিডিএফের গভীর গোপন আঁতাতের খবর মিলেছে।

গত ২৮ জুন রুমা-বিলাইছড়ি সীমান্তবর্তী রেতলাং পাহাড়ে কেএনএফের ঘাঁটিতে ইউপিডিএফের উপস্থিতি ও পরবর্তীসময়ে সেনা অভিযান তাদের এই নতুন সমঝোতা প্রকাশ করে। আঞ্চলিক গোয়েন্দা সংস্থা ও সীমান্ত সূত্রে পাওয়া তথ্য বলছে, কৌশলগত অবস্থান মজবুত করা, অস্ত্র ও রসদ সরবরাহ নিশ্চিত করা ও যৌথ সামরিক মহড়া পরিচালনার জন্য এই তিন গোষ্ঠী একটি 'ত্রিপক্ষীয় অঘোষিত অক্ষ' গড়ে তুলেছে। এরই মধ্যে এই তিন গোষ্ঠীর মিয়ানমার-বাংলাদেশ ও ভারতের মিজোরামে অবাধ যাতায়াতের তথ্য গোয়েন্দাদের কাছে এসেছে। আগামী সেপ্টেম্বরে

তারা নতুনভাবে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর ওপর ভয়ঙ্কর অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করে তিন দেশের সীমান্তে ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি করার পরিকল্পনা করছে। ভয়ঙ্কর এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ভারত থেকে রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি এলাকায় এবং মিয়ানমার থেকে বান্দরবান সীমান্তবর্তী এলাকায় ভারী অস্ত্রের মজুত করছে তিন সশস্ত্র সংগঠন। সম্প্রতি পার্বত্যাঞ্চলে সরেজমিনে এমন সব চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া যায়। স্থানীয় সশস্ত্র গোষ্ঠী ও গোয়েন্দা তথ্য বলছে, আরাকান আর্মি, ইউপিডিএফ ও কেএনএফ গোপনে একজোট হয়ে কাজ করছে। এই সমন্বিত জোটের ফলে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় পার্বত্য সীমান্ত ও মিয়ানমারের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক নিরাপত্তা চরম ঝুঁকির মুখে। এই ত্রিদলীয় আঁতাত কেবল একটি সাধারণ জোট নয়, বরং এটি দীর্ঘমেয়াদে এ অঞ্চলের মানচিত্র ও নিরাপত্তা সমীকরণ বদলে দেওয়ার এক গভীর নীলনকশা। দীর্ঘদিন ধরে বিচ্ছিন্নভাবে সক্রিয় থাকা এই তিন গোষ্ঠীর আদর্শগত ভিন্নতা থাকলেও ভৌগোলিক ও কৌশলগত কারণে তারা এক বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। রাখাইনে জান্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয়ের পর আরাকান আর্মি এখন বাংলাদেশ ও ভারত সীমান্তের দিকে তাদের নিয়ন্ত্রণ বাড়াতে চাইছে। অন্যদিকে, পার্বত্য চট্টগ্রামে কোণঠাসা হয়ে পড়া কেএনএফ ও রাঙ্গামাটি-খাগড়াছড়ির পাহাড়ে সক্রিয় ইউপিডিএফ নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা ও সামরিক সক্ষমতা বাড়াতে একটি শক্তিশালী বৈশ্বিক বা আঞ্চলিক মিত্রের সন্ধান করছিল। সূত্র জানায়, গত বছরের শেষভাগ থেকে মিয়ানমারের চিন স্টেট এবং রাখাইনের সীমান্তবর্তী দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় এই তিন গোষ্ঠীর শীর্ষ নেতাদের মধ্যে একাধিক গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এই জোটের প্রধান সমন্বয়ক আরাকান আর্মি। তারা ইউপিডিএফ ও কেএনএফকে উন্নত প্রযুক্তির অস্ত্র, বিস্ফোরক এবং আধুনিক গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। বিনিময়ে বাংলাদেশ সীমান্তের দুর্গম পাহাড়ি রুটগুলো ব্যবহার করে আরাকান আর্মির জন্য ভারী অস্ত্র, গোলাবারুদ ও চোরাচালানের নিরাপদ করিডোর নিশ্চিত করছে স্থানীয় এই দুই গ্রুপ। গোয়েন্দা সূত্র জানায়, এই জোটের প্রধান লক্ষ্য হলো অস্ত্রের অবাধ চোরাচালান রুট সচল রাখা। মিয়ানমারে উৎপাদিত অবৈধ অস্ত্র ও ভারত-মিয়ানমার সীমান্ত দিয়ে আসা আধুনিক স্বয়ংক্রিয় রাইফেল এখন আরাকান আর্মির হাত ঘুরে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করছে। কেএনএফ ও ইউপিডিএফের পাহাড়ি গোপন আস্তানাগুলোকে আরাকান আর্মি ব্যবহার করছে তাদের ট্রানজিট ক্যাম্প হিসেবে। সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে এই তিন বাহিনীর যৌথ টহল ও ক্যাম্প স্থাপনের খবর পাওয়া গেছে। ফলে সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষে একক কোনো গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযান চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে। কারণ, এক এলাকায় অভিযান হলে বিদ্রোহীরা সহজেই অন্য গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রিত এলাকায় সীমান্ত পার হয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০৮.২০২৬ রিহাব)

গণমাধ্যম শক্তিশালী হলে গণতন্ত্রও শক্তিশালী হবে: ফখরুল

টেকসই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় স্বাধীন, দায়িত্বশীল ও শক্তিশালী গণমাধ্যমের কোনো বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তার মতে, গণমাধ্যম শক্তিশালী হলে গণতন্ত্রও শক্তিশালী হবে। তবে শুধু সরকারের উদ্যোগ যথেষ্ট নয়; গণমাধ্যম, মালিকপক্ষ, সাংবাদিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান-সব পক্ষের সম্মিলিত দায়িত্বশীল ভূমিকায় কার্যকর গণতান্ত্রিক পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে। শুক্রবার (৭ আগস্ট) রাজধানীর একটি হোটেলে টেলিভিশন এডিটরস কাউন্সিল আয়োজিত ‘টেকসই গণতন্ত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। ফখরুল বলেন, বিএনপির দুর্ভাগ্য হলো দলটি যখনই রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে এসেছে, তখনই একটি ধ্বংসস্তূপের উত্তরাধিকার পেয়েছে। তার অভিযোগ, গত সরকার একটি গ্যাসক্ষেত্রও অনুসন্ধান করেনি; বরং দেশকে আমদানিনির্ভর ব্যবস্থার দিকে নিয়ে গেছে। গণতন্ত্রের ধারণা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, গণতন্ত্র কেবল নির্বাচননির্ভর কোনো ব্যবস্থা নয়, এটি মূলত একটি সংস্কৃতি। মানুষের চিন্তা-চেতনা, আচরণ ও দৈনন্দিন চর্চায় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতিফলন না ঘটলে টেকসই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাই ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধা, সহনশীলতা ও পরমতসহিষ্ণুতার চর্চা জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। মন্ত্রী বলেন, সরকারের সমালোচনা অবশ্যই হতে পারে, তবে সরকারকে কাজ করার সুযোগও দিতে হবে। একই সঙ্গে গণমাধ্যমকে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি শক্তিশালী করতে হবে। রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী না হলে গণতন্ত্রও দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পারবে না। সাংবাদিকতার প্রসঙ্গে মির্জা ফখরুল বলেন, সত্য প্রকাশই গণমাধ্যমের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। আত্মসেন্সরশিপের পরিবর্তে সাংবাদিকদের সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকতে হবে। পাশাপাশি সাংবাদিকদের পেশাগত নিরাপত্তা, ন্যায্য বেতন-ভাতা এবং স্বাধীনভাবে কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন তিনি। তিনি বলেন, শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পাশাপাশি মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সহনশীলতা ও দায়িত্বশীলতার চর্চা বাড়াতে পারলে গণমাধ্যম আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে। সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে গণমাধ্যম জনগণের আস্থা অর্জন করবে এবং গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করবে। সেমিনারে প্রধান আলোচকের বক্তব্যে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন বলেন, জুলাই অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশের সামনে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে সরকার ও জনগণের মধ্যে আস্থার সেতুবন্ধন গড়ে তুলতে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০৮.২০২৬ রিহাব)

সংঘর্ষে আহত জবি শিক্ষার্থীদের দেখতে হাসপাতালে উপাচার্য

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে (জবি) সংঘর্ষের ঘটনায় আহত শিক্ষার্থীদের দেখতে তিনদিন পর হাসপাতালে গেছেন উপাচার্য অধ্যাপক মো. রইছ উদ্দীন। শুক্রবার (৭ আগস্ট) রাজধানীর কাকরাইলে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে গিয়ে তিনি আহত শিক্ষার্থীদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন এবং তাদের চিকিৎসার সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন। এসময় চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় ও যথাযথ চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান তিনি। উপাচার্য বলেন, জুলাই অভ্যুত্থান দিবসের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিতে এ ধরনের ঘটনা কোনোভাবেই কাম্য নয়। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সবাইকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান। তিনি আহত শিক্ষার্থীদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন এবং তাদের চিকিৎসায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আশ্বাস দেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০৮.২০২৬ রিহাব)

সাড়ে ৭ ঘণ্টা পর সচল ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথ

ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে জামালপুর কমিউটার ট্রেনের একটি পাওয়ারকারসহ চারটি বগি লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় প্রায় সাড়ে ৭ ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। শুক্রবার (৭ জুলাই) বিকেল ৫টার দিকে উদ্ধারকাজ শেষ হলে ট্রেন চলাচল শুরু হয়। এর আগে, শুক্রবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে গফরগাঁও রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন শিবগঞ্জ রোড রেলক্রসিং এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার পর ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এবং বিভিন্ন স্টেশনে একাধিক ট্রেন আটকা পড়ে। রেলওয়ের উদ্ধারকারী দল দীর্ঘ সময় ধরে কাজ চালিয়ে লাইনচ্যুত পাওয়ারকারসহ চারটি বগি উদ্ধার করে। উদ্ধারকাজ শেষ হওয়ার পর রেললাইন সচল হলে ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে ট্রেন চলাচল পুনরায় শুরু হয়। ময়মনসিংহ রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আকতার হোসেন জাগো নিউজকে বলেন, 'উদ্ধারকাজ সম্পন্ন হয়েছে। এখন ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।' এদিকে, দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে বাংলাদেশ রেলওয়ে চার সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। কমিটিকে দ্রুত সময়ের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০৮.২০২৬ রিহাব)

লঞ্চে চাঁদপুর থেকে ঢাকায় ৬ গোখরা, গুলিস্তানে উদ্ধার

রাজধানীর গুলিস্তান এলাকা থেকে ছয়টি প্রাণঘাতী বিষধর গোখরা সাপ উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ অ্যানিমেল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ও বন বিভাগের বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট। উদ্ধার করা সাপগুলোর মধ্যে পাঁচটি খৈয়া গোখরা (ইন্ডিয়ান কোবরা) এবং একটি পদ্ম গোখরা। শুক্রবার (৭ আগস্ট) ভোরে গুলিস্তানের ফুলবাড়িয়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় যৌথ অভিযান চালিয়ে সাপগুলো উদ্ধার করা হয়। এ সময় সাপ বহনের অভিযোগে একজনকে আটক করা হয়েছে। বাংলাদেশ অ্যানিমেল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক আদনান আজাদ এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়। আটক ব্যক্তি চাঁদপুর থেকে লঞ্চযোগে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ উপায়ে ৬টি প্লাস্টিকের ব্যাগে সাপগুলো ঢাকায় নিয়ে আসেন। একটি অবৈধ সাপের খামারের মালিকের কাছে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে এগুলো রাজধানীতে আনা হয়েছিল। আদনান আজাদ বলেন, যে কোনো মুহূর্তে প্লাস্টিকের ব্যাগ ছিঁড়ে সাপগুলো বের হয়ে লঞ্চে ছড়িয়ে পড়তে পারতো, যা বড় ধরনের জীবনহানির ঝুঁকি তৈরি হতে পারতো। আইনি ব্যবস্থা ও প্রকৃতির কোলে ফেরানোর উদ্যোগ আটক আসামিকে নিয়ে প্রতিনিধিদলটি শাহবাগ থানায় মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে উদ্ধার হওয়া গোখরাগুলোকে লোকালয় থেকে দূরে কোনো গহীন বনে অবমুক্ত করা হবে বলে জানানো হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০৮.২০২৬ রিহাব)

টেকসই গণমাধ্যম ব্যবস্থা গড়তে সাংবাদিক ও সরকারপক্ষ যৌথভাবে কাজ করছে

তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন বলেছেন, গণমাধ্যম স্বীকার করছে তাদের ওপর কোনো ধরনের নিয়ন্ত্রণ নেই। বরং একটি স্বাধীন, দায়িত্বশীল ও অর্থনৈতিকভাবে টেকসই গণমাধ্যম ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সাংবাদিক, মালিক ও সরকারপক্ষ যৌথভাবে কাজ করছে। শুক্রবার (৭ আগস্ট) রাজধানীর একটি হোটেলে টেলিভিশন এডিটরস কাউন্সিল (টিইসি) আয়োজিত 'টেকসই গণতন্ত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনারে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তথ্যমন্ত্রী এসব কথা বলেন। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তথ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার এমন একটি মিডিয়া ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে চায়, যেখানে গণমাধ্যমের মালিক, সাংবাদিক, বিজ্ঞাপনদাতা, রাষ্ট্র ও জনগণের স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। এতে করে সাংবাদিকরা স্বাধীনভাবে পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তাদের ন্যায্য মর্যাদা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। গণতন্ত্র ও গণমাধ্যমকে একে অপরের পরিপূরক উল্লেখ করে তিনি বলেন, টেকসই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যেমন স্বাধীন ও দায়িত্বশীল গণমাধ্যম অপরিহার্য, তেমনি একটি স্বাধীন ও দায়িত্বশীল গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই গণতন্ত্র আরও শক্তিশালী হয়। মন্ত্রী গণমাধ্যমকে কেবল একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নয়, বরং রাষ্ট্র ও সমাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে বিবেচনার জন্য সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সাংবাদিকতা ও এই শিল্প অন্য যে কোনো ক্ষেত্রর চেয়ে ভিন্ন। এটি রাষ্ট্র ও সমাজের একটি অঘোষিত অথচ অনিবার্য চতুর্থ স্তম্ভ। ফলে,

সাংবাদিকদের পেশাগত স্বাধীনতা, মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। তবে সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য গণমাধ্যম শিল্পের অর্থনৈতিক ভিত্তিকেও শক্তিশালী হতে হবে। তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, মালিকপক্ষ যদি ন্যায্য ব্যবসায়িক পরিবেশ ও যুক্তিসঙ্গত মুনাফা না পায়, তাহলে গণমাধ্যমশিল্প টেকসই হবে না। একই সঙ্গে শক্তিশালী বেসরকারি উৎপাদন অর্থনীতি ছাড়া পণ্য বিজ্ঞাপন বাজারও সম্প্রসারিত হবে না। বর্তমান সময়ে প্রচলিত গণমাধ্যমের সঙ্গে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, বৈশ্বিক প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যুক্ত হয়ে মিডিয়া ইকোসিস্টেমকে আরও জটিল করে তুলেছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০৮.২০২৬ রিহাব)

নওগাঁ জেলা বিএনপির নেতাদের সঙ্গে রিজভীর মতবিনিময়

নওগাঁ জেলা বিএনপির নেতাদের সঙ্গে সাংগঠনিক মতবিনিময় সভা করেছেন দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী। শুক্রবার (৭ আগস্ট) রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নওগাঁ জেলা বিএনপির সাংগঠনিক কার্যক্রমসহ দলকে আরও শক্তিশালী ও সুসংগঠিত করার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন রুহুল কবির রিজভী। পাশাপাশি তৃণমূল পর্যায়ে দলের কার্যক্রম আরও গতিশীল করার বিষয়েও মতবিনিময় হয়। সভায় নওগাঁ জেলা বিএনপির নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০৮.২০২৬ রিহাব)

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মে মানুষের মুক্তির আহ্বান উচ্চারিত হয়েছে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য ও সৃষ্টিকর্মে মানুষের মুক্তি, মানবমর্যাদা ও আত্মজাগরণের আহ্বান উচ্চারিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক সংসদ সদস্য নাহিদ ইসলাম। এশিয়ার প্রথম নোবেল বিজয়ী ও বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির বিশ্বজনীন রূপকার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ৮৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে শুক্রবার (৭ আগস্ট) এক বাণীতে তিনি এ মন্তব্য করেন। গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে নাহিদ ইসলাম বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একাধারে কবি, ছোটগল্পকার, ঔপন্যাসিক, সংগীতস্রষ্টা, চিত্রকর ও দার্শনিক ছিলেন। শিল্প-সংস্কৃতির সব ক্ষেত্রেই তিনি অতুলনীয় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। এনসিপির আহ্বায়ক উল্লেখ করেন, বাঙালির আত্মপরিচয়, মানবিকতা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বদরবারে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। একই সঙ্গে তার সৃষ্টিশীলতার মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার। নাহিদ ইসলাম বাণীতে বলেন, সমাজের কুসংস্কার, গোঁড়ামি ও স্থবিরতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন উচ্চকণ্ঠ। জ্ঞান, সংস্কৃতি ও মুক্তচিন্তার বিকাশের মধ্য দিয়েই তিনি জাতির অগ্রগতির দিশা খুঁজেছেন। তিনি আরও বলেন, প্রেম, প্রকৃতি, আধ্যাত্মবাদ, মৃত্যু ও দেশাত্মবোধ- সবকিছুই রবীন্দ্রনাথের সুর ও বাণীতে অনন্য সৌন্দর্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধেও তার গান বাঙালিকে গভীরভাবে প্রেরণা জুগিয়েছে। বাংলায় শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতেও রবীন্দ্রনাথ নিরলস কাজ করেছেন উল্লেখ করে নাহিদ ইসলাম বলেন, তার প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন আজও সেই মহৎ প্রচেষ্টার সাক্ষী হয়ে আছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০৮.২০২৬ রিহাব)

দেশে বারবার রক্তক্ষয়ী আন্দোলন হলেও প্রত্যাশিত মুক্তি আসেনি

দেশে বারবার রক্তক্ষয়ী আন্দোলন হলেও প্রত্যাশিত মুক্তি, শান্তি ও সমৃদ্ধি আসেনি বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম। তিনি বলেন, 'দেশে বারংবার রক্তক্ষয়ী আন্দোলন হচ্ছে। আমাদের বীর জনতা অন্যায়, বৈষম্য ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে লড়াই করেছেন কিন্তু প্রত্যাশিত মুক্তি, শান্তি ও সমৃদ্ধি আসে নাই। কারণ প্রতিটি পরিবর্তনের পর এমন লোকদের হাতে ক্ষমতা এসেছে, তারাও আগের বন্দোবস্তে, আগের নিয়মে দেশ পরিচালনা করেছেন। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পরও একই ধরনের পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি হয়েছে। আগামীতে এটা আর হতে দেওয়া হবে না। সেজন্য দেশের সব স্তরের ক্ষমতা পরিশুদ্ধ আত্মা ও শুদ্ধ চিন্তাধারার মানুষের হাতে নিতে হবে। তারই ধারাবাহিকতায় ঢাকা মহানগর দক্ষিণ তৃণমূলের প্রতিটি ক্ষমতার কেন্দ্র আপনাদের আয়ত্তে নিতে হবে। তাহলে এদেশের মানুষের হাজার বছরের আকাঙ্ক্ষিত শান্তি ও মুক্তি নিশ্চিত হবে।' শুক্রবার (৭ আগস্ট) রাজধানীর পুরানা পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ঢাকা মহানগর দক্ষিণের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে দক্ষিণের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের উদ্দেশ্যে তিনি এসব কথা বলেন। দলের কেন্দ্রীয় মিডিয়া সেলের প্রধান সমন্বয়ক কে এম শরিয়াতুল্লাহ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৭.০৮.২০২৬ রিহাব)

রেডিও টুডে

সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্র যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী

আগামী সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য জাতিসংঘের ৮১তম সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এই সফরকালে তার ক্যালিফোর্নিয়ার সান ফ্রান্সিসকোতে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে বলে জানা গেছে। প্রধানমন্ত্রীর এ সফর ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা বিরাজ করছে দলীয় নেতাকর্মী ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান। তার সভাপতিত্বেই সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান; যা হবে বাংলাদেশের জন্য একটি বিরল ও গৌরবময় মুহূর্ত। কূটনৈতিক ও দলীয় সূত্রমতে, আগামী ২১

সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর নিউইয়র্কে পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে। জাতিসংঘের অধিবেশনে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানদের সঙ্গে বৈঠকে অংশ নিতে পারেন তিনি। আর ২৪ সেপ্টেম্বর সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেওয়ার কথা রয়েছে তার। যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতাদের তথ্যমতে, নিউইয়র্কের কর্মসূচি শেষে ২৫ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীকে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হবে। এরপর ২৬ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর সান ফ্রান্সিসকোতে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তার। এদিকে প্রধানমন্ত্রীর সান ফ্রান্সিসকো সফর ঘিরে ক্যালিফোর্নিয়ায় এরই মধ্যে শুরু হয়েছে প্রস্তুতি। সেখানকার প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের অন্যতম কেন্দ্র বে এরিয়ায় বসবাস করেন বহু বাংলাদেশি উদ্যোক্তা ও প্রযুক্তিবিদ। দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে তাদের সম্পৃক্ত করতে প্রধানমন্ত্রীর এ সফর বলে জানা গেছে। তাকে স্বাগত জানাতে নাগরিক সংবর্ধনাসহ বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন চলছে। ক্যালিফোর্নিয়া বিএনপির সভাপতি বদরুল আলম চৌধুরী শিপলু বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সফর নিয়ে নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয়ে গেছে এরই মধ্যে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটা মাইলফলক হয়ে দাড়াবে এই অনুষ্ঠানটি। সার্বিক পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রীর যুক্তরাষ্ট্র সফর ৮ থেকে ১০ দিনের হতে পারে। সফরের সময়সূচি ও আনুষ্ঠানিকতা চূড়ান্ত করতে কাজ চলছে এখন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৭.০৮.২০২৬ আসাদ)

রাস্তায় নেমে চাপ সৃষ্টি বা 'মব' তৈরির সংস্কৃতি গণতন্ত্রকে দুর্বল করেঃ না মীর্জা ফখরুল

টেকসই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য শুধু নির্বাচন বা সরকার পরিবর্তন যথেষ্ট নয় উল্লেখ করে বিএনপি মহাসচিব ও স্থানীয় সরকারমন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি গণতান্ত্রিক চর্চা, সহনশীলতা এবং শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। তিনি আরও বলেন, গণতন্ত্র এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ইচ্ছা ও মতামতের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় এবং তা অবশ্যই নিয়মভিত্তিক হতে হবে। মির্জা ফখরুল বলেন, গণতন্ত্র কেবল রাজনৈতিক স্লোগান নয়; এটি একটি সংস্কৃতি। মানুষের চিন্তা, আচরণ ও রাজনৈতিক চর্চার প্রতিটি স্তরে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতিফলন থাকতে হবে। অন্যথায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলা সম্ভব নয়। একভাবে চিন্তা করে অন্যভাবে কাজ করলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় না।রাজনৈতিক সংবাদ বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বিকাশ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর দেশে কখনোই দীর্ঘ সময় ধরে নিরবচ্ছিন্ন গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় থাকেনি। শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান গণতান্ত্রিক চর্চার সূচনা করেছিলেন, পরে খালেদা জিয়াও সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখার চেষ্টা করেন। তবে বিভিন্ন সময়ে তা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রের কথা বললেও বাস্তবে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুর্বল করেছে এবং গত ১৫ বছরে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তিনি বলেন, নতুন সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই সরকারকে ব্যর্থ আখ্যা দেয়া বা ক্ষমতা ছাড়ার দাবি তোলা গণতান্ত্রিক আচরণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সংসদে আলোচনা ও সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাজনৈতিক মতপার্থক্যের সমাধান হওয়া উচিত। রাস্তায় নেমে চাপ সৃষ্টি বা 'মব' তৈরির সংস্কৃতি গণতন্ত্রকে দুর্বল করে। সহনশীলতার ওপর জোর দিয়ে বিএনপির মহাসচিব বলেন, গণতন্ত্রের অন্যতম ভিত্তি হলো ভিন্নমতকে সম্মান করা। নিজের সঙ্গে মতের মিল না থাকলেও অন্যের বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা বাড়লে টেকসই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৭.০৮.২০২৬ আসাদ)

আমরাও চাই শেখ হাসিনা দেশে আসুক এবং আইনের মুখোমুখি হোকঃ আইনমন্ত্রী

আইনমন্ত্রী ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান বলেছেন, শেখ হাসিনা বলেছেন তিনি ডিসেম্বরে দেশে ফিরে আসবেন। আমিও বিশ্বাস করতে চাই, উনি ডিসেম্বরে দেশে ফিরে গণহত্যার দায় নিয়ে কারাগারে যাক। আইনি পথ ধরে হাঁটুক। আইনের ক্ষমতা অনেক দীর্ঘ, আইন তার নিজস্ব গতিতেই চলবে। শুক্রবার বেলা ১১টায় ঝিনাইদহের শৈলকূপা উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে আয়োজিত 'আগামী শৈলকূপা' শীর্ষক মতবিনিময় সভা ও প্রয়াত বরেণ্য শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ারের স্মরণসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, শেখ হাসিনা সম্পর্কে আমার বলার একটাই কথা, আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে উনি বাংলাদেশকে খুন করেননি, আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে উনি খুন, গুম, গণহত্যার সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। সেই সব সত্যের মুখোমুখি যদি তিনি হতে চান, তাহলে অবশ্যই তিনি আসবেন। বিচার বিভাগের স্বচ্ছতা ও বিচার বিভাগের প্রতি জনগণের প্রত্যাশা প্রসঙ্গে আইনমন্ত্রী বলেন, আমার স্বপ্নের বিচার বিভাগ হলো, যেখানে একজন গরিব, অসহায় মানুষ যাতে অনুভব করতে পারে, সৃষ্টিকর্তার পরেই যেখানে গেলে মানুষ তার আস্থা এবং বিশ্বাস রাখতে পারে, এমন একটি বিচার বিভাগ চাই আমি। সেই বিচার বিভাগে এখনো অনেক সমস্যা আছে। তিনি আরও বলেন, বিচার বিভাগ নিয়ে আপনার কাছে সমস্যা একরকম, আমার কাছে সমস্যা আরেক রকম। কেউ বলবেন বিচার বিভাগ দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে, অনেকেই বলবেন টাউট-বাটপারিতে ছেয়ে গেছে। অনেকেই বলবেন স্ট্রাকচার নাই। আর আমার কাছে বিচার বিভাগের সবচেয়ে বড় সংকট হলো, মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন বিচারকের অভাব। আমি যদি বিচারককে পেশা হিসেবে বেছে নিই, তাহলে আমাকে ধরে নিতে হবে আমি আর দশটা চাকরির মতোই চাকরি করতে আসছি। বিচারকদের মনে রাখতে হবে, আমি এখানে এসেছি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য, বিধাতা প্রদত্ত সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৭.০৮.২০২৬ আসাদ)

শেখ হাসিনার ফেরার আর কোনো সুযোগ নেইঃ পানিসম্পদ মন্ত্রী

পানিসম্পদ মন্ত্রী ও লক্ষ্মীপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, 'বাংলাদেশে শেখ হাসিনার ফিরে আসার আর কোনো সুযোগ নেই। তিনি এমন অপকর্ম করেছেন যে, তাকে শুধু ফ্যাসিস্ট নয়, অনেকেই এখন মাফিয়া বলছেন। দেশের মানুষ তাকে আর গ্রহণ করবে না।' বৃহস্পতিবার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মরণে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আওয়ামী লীগের কিছু কর্মসূচি দেখে দেশে তাদের পক্ষে পরিবেশ তৈরি হয়েছে বলে মনে হতে পারে। তবে বাস্তবতা ভিন্ন। 'ফেসবুকের সঙ্গে মাঠের বাস্তবতার কোনো মিল নেই। বিচ্ছিন্ন কিছু কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে কেউ যদি মনে করেন শেখ হাসিনার ফেরার পথ তৈরি হয়েছে, সেটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা।' তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের ভেতরেও এমন প্রচার চালানো হচ্ছে যে শেখ হাসিনা ডিসেম্বরের মধ্যে দেশে ফিরবেন। কিন্তু জনগণের মধ্যে তার জন্য কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রসঙ্গ টেনে শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেন, 'গত ১৭ বছরে বহুবার গ্রেপ্তার ও নির্যাতনের শিকার হয়েছি। কাশিমপুর কারাগার থেকে আদালতে নিয়মিত যাতায়াত করতে হলেও কখনো মনোবল হারাইনি। আমার প্রজন্মের দায়িত্ব ছিল তরুণদের সাহস জোগানো। সেই বিশ্বাস থেকেই আন্দোলনের সঙ্গে ছিলাম এবং জুলাইয়ের চেতনাকে ধারণ করেছি।' তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অপ্রয়োজনীয় বিভাজন ও সংঘাত সৃষ্টি হলে সেটিই আওয়ামী লীগের জন্য সুযোগ তৈরি করবে। তাই সবাইকে সস্তা রাজনীতি পরিহার করে গণতান্ত্রিক শক্তির মধ্যে ঐক্য বজায় রাখতে হবে।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৭.০৮.২০২৬ আসাদ)

দুর্ঘটনা কমাতে গাড়িচালকদের ডোপ টেস্ট করা হবেঃ সড়ক প্রতিমন্ত্রী

সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে গাড়িচালকদের ডোপ টেস্ট করা হবে বলে জানিয়েছেন রেলপথ ও সড়ক মহাসড়ক প্রতিমন্ত্রী হাবিবুর রশিদ হাবিব। শুক্রবার সকালে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এ কথা জানান তিনি। প্রতিমন্ত্রী বলেন, ভবিষ্যতে ক্রটিযুক্ত বাস ডাম্পিং করা হবে না। ভেঙে স্ক্যাপ আকারে বিক্রি করে দেওয়া হবে। হাবিবুর রশিদ হাবিব বলেন, সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে গাড়িচালকদের ডোপ টেস্ট করা হবে। ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে দূরপাল্লার গাড়ি চালকদের পথেই মাদক সেবনের পরীক্ষা করা হবে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৭.০৮.২০২৬ আসাদ)

স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার

এলিট ফোর্স র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন র‌্যাবের নাম পরিবর্তন করে নতুন নামে 'স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন এসআরবি' গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এরই মধ্যে এসংক্রান্ত একটি খসড়া বিলও অনুমোদন হয়েছে। যা সম্প্রতি সর্বসাধারণের মতামতের জন্য ওয়েব সাইটে প্রকাশ করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। খসড়ায় র‌্যাবের বিদ্যমান কাঠামোকে আইনি ভিত্তি দিয়ে বাংলাদেশ পুলিশের অধীনে বিশেষায়িত এই ইউনিট গঠনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। একইসঙ্গে বাহিনীটির দায়িত্ব, অভিযান পরিচালনার ক্ষমতা, মামলা তদন্ত, সদস্যদের শৃঙ্খলা এবং নাগরিক অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য আলাদা কমিটি গঠনের বিধান যুক্ত করা হয়েছে। এই ইউনিটের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত একটি প্রতীক, পতাকা ও সুনির্দিষ্ট পোশাক থাকবে বলে খসড়ায় উল্লেখ আছে। প্রাথমিকভাবে ইউনিটটির সদরদপ্তর ঢাকায় করার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন এসআরবির মহাপরিচালক নির্ধারণ হবে পুলিশ বাহিনীর মধ্য থেকে। যিনি অন্যূন অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শকগণের মধ্য থেকে নিযুক্ত হবেন। খসড়ায় এই ইউনিটের দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পর্কে বলা হয়েছে, দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা; গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ; বেআইনি অস্ত্র, গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক উদ্ধার; মাদকদ্রব্য উদ্ধার; সাইবার অপরাধ দমন; মানবপাচার ও সংঘবদ্ধ অপরাধ দমনসহ সরকার কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবে এসআরবি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, খসড়াটি চূড়ান্ত হওয়ার পর বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মতামত নিয়ে মন্ত্রিসভায় উপস্থাপন করা হবে। সেখানে অনুমোদন হওয়ার পর আইনে পরিণত করতে তোলা হবে জাতীয় সংসদে। নতুন আইন কার্যকর হলে র‌্যাব-সংক্রান্ত বিদ্যমান আইনি ভিত্তি বিলুপ্ত হবে। তবে নতুন বিধিমালা না হওয়া পর্যন্ত আগের কিছু বিধান কার্যকর থাকবে।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৭.০৮.২০২৬ আসাদ)

শুক্রবার দিন সড়কে ঝরলো ১৭ প্রাণ

দেশের তিন জেলায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত ১৭ জন নিহত হয়েছেন। এসব ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও অন্তত ৩০ জন। আজ শুক্রবার সকালে সিলেট ও বগুড়ায় দু'টি বড় দুর্ঘটনার পাশাপাশি রাতের দিকে ঝিনাইদহে ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারান এক চালক। সিলেটের ওসমানীনগরে যাত্রীবাহী দু'টি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে শিশুসহ ৯ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ১৩ জন। আজ সকাল ৭টা ৫ মিনিটে উপজেলার দয়ামীর ইউনিয়নের কাশিকাপন এলাকায় বেঙ্গল পরিবহন ও ইউনিক পরিবহনের দু'টি বাসের সংঘর্ষে ইউনিক পরিবহনের বাসটি সড়কের পাশের খাদে পড়ে যায়।ওসমানীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম মোস্তফা জানান, নিহতদের মধ্যে আটজন ঘটনাস্থলেই মারা যান। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিন বছর বয়সী শিশু ফাইজার মৃত্যু হয়। সে

সিলেট নগরের চণ্ডীপুল এলাকার বাসিন্দা। নিহত ও আহতদের অধিকাংশই ইউনিক পরিবহনের যাত্রী। অন্যদিকে, বগুড়ার এরুলিয়ায় নিয়ন্ত্রণ হারানো একটি যাত্রীবাহী বাস সড়কের পাশে কাজের অপেক্ষায় থাকা শ্রমিকদের চাপা দিলে অন্তত সাতজন নিহত হন। আহত হয়েছেন আরও অন্তত ১৫ জন। ভোর সাড়ে ৫টার দিকে বগুড়া-নওগাঁ আঞ্চলিক সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বগুড়া সদর থানার ওসি ইব্রাহীম আলী জানান, ঢাকা থেকে নওগাঁগামী শাহ ফতেহ আলী এসি বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে শ্রমিকদের বাজারে ঢুকে পড়ে। ঘটনাস্থলেই ছয়জন নিহত হন, পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও একজনের মৃত্যু হয়। এদিকে, ঝিনাইদহের শৈলকুপায় দু'টি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক ট্রাকচালক নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১টার দিকে ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কের বড়দাহ মাদ্রাসা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানায়, বালুবাহী একটি ট্রাক ও ধানবোঝাই আরেকটি ট্রাকের সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই নিহত হন ট্রাকচালক তুফান দাস । আহত হয়েছেন আরও দু'জন। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনার পর পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায় এবং দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাক দু'টি সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৭.০৮.২০২৬ আসাদ)

১৯৭১ সালের যুদ্ধ ছিল জনতার, কোনো রাজনৈতিক দলের নয়: ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি

১৯৭১ সালের যুদ্ধ ছিল জনতার, কোনো রাজনৈতিক দলের নয় বলে মন্তব্য করেছেন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম। শুক্রবার বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার কোর্স অ্যান্ড লিবারেশন ডে উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ মন্তব্য করেন তিনি। ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি বলেন, দেশের আপামর জনতা ১৯৭১ সালে সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। তারা দেশকে স্বাধীন করার জন্য লড়াই করেছেন। ১৯৭১ সালের সেনাবাহিনী ছিল অজেয়। সেই সেনাবাহিনীর সঙ্গে কোনো কিছুর তুলনা হতে পারে না। তিনি বলেন, 'দেশের ডাকে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি। এখন পরবর্তী প্রজন্মের হাতেই দায়িত্ব। আমাদের দেখা স্বপ্ন বর্তমান প্রজন্ম বাস্তবায়ন করবে—এটাই আমাদের প্রত্যাশা। আমরা একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ দেখতে চাই। এ দেশে যেন আর কোনো স্বৈরশাসকের সৃষ্টি না হয়।' ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, 'আমরা সরকার পরিবর্তন করব। কোনো সরকার ভুল করলে তাকে সংশোধন করবেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কেউ ধ্বংস করবেন না। আমাদের রাজনীতিকদেরও অনেক কিছু শেখার আছে।' তিনি বলেন, 'আশা করি, আমাদের জাতি আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে, আবার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আগামী দিনগুলোতে আমরা আশা করি, যে স্বপ্ন ধারণ করে আমরা যুদ্ধ করেছিলাম, সেই স্বপ্ন পরবর্তী প্রজন্ম নিশ্চয়ই বাস্তবায়ন করবে।'
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৭.০৮.২০২৬ আসাদ)

প্রধানমন্ত্রীকে বরণে প্রস্তুত চট্টগ্রাম, নেতাকর্মীরা উজ্জীবিত

আগামী ৯ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়ি থেকে বাঁশখালী উপজেলায় যাবেন। সেখান থেকে ফটিকছড়ি ও হাটহাজারীতে অনুষ্ঠান শেষে সন্ধ্যায় নগরীতে দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে সাংগঠনিক সভায় অংশ নেবেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ইতোমধ্যে এই সফরসূচি চূড়ান্ত করা হয়েছে। সে অনুযায়ী সার্বিক প্রস্তুতিও জোরদার করেছে প্রশাসন। এদিকে প্রধানমন্ত্রীর সফর ঘিরে উজ্জীবিত বৃহত্তর চট্টগ্রামের বিএনপি ও অঙ্গ-সংগঠনের নেতাকর্মীরা। প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে দলীয়ভাবে ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রীকে কোথায় কীভাবে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানানো হবে তার কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর দলের চেয়ারপারসন তারেক রহমান চট্টগ্রামে সাংগঠনিক সভার কর্মসূচি রাখায় স্থানীয় নেতাকর্মীরা আনন্দে উদ্বেলিত। বিএনপির সিনিয়র নেতৃবৃন্দ জানান, দলের চেয়ারপারসন ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এবারের সফরে চট্টগ্রামের তিনটি ইউনিটের বিএনপি ও অঙ্গ-সংগঠনের পূর্ণাঙ্গ কমিটির সব সদস্যকে নিয়ে সাংগঠনিক সভার আয়োজন করেছেন। এই সভায় প্রধানমন্ত্রী তৃণমূল পর্যায়ের নেতাদের সাথে সরাসরি কথা বলবেন এবং তাদের কথা শুনবেন। এখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাও দেবেন তিনি। এই প্রথম বারের মতো এমন ব্যতিক্রমী উদ্যোগের কারণে তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীরা বেশ উচ্ছ্বসিত, তারা প্রধানমন্ত্রীর কাছে মনের আবেগ প্রকাশ করার অপেক্ষায় আছেন।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে চূড়ান্ত করা সফরসূচি অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ৯ আগস্ট একদিনের সফরে কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম আসছেন। তিনি ওইদিন সকাল ৯টায় মহেশখালীতে পৌঁছে সেখানে মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর, কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং মহেশখালী সমন্বিত উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম পরিদর্শন করবেন। সেখান থেকে তিনি দুপুর ১২টায় হেলিকপ্টারযোগে চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার বাহারছড়া সমুদ্র সৈকত সংলগ্ন স্থানে সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ত্রাণ বিতরণ ও ১০০ গৃহহারা পরিবারের হাতে নতুন বাড়ির চাবি তুলে দেবেন। এরপর দুপুর একটায় প্রধানমন্ত্রী ফটিকছড়ি যাবেন। সেখানে আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া আজিজুল উলুম বাবুনগর মাদ্রাসায় গিয়ে হেফাজতে ইসলামের আমির আল্লামা শাহ মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন। এরপর হাটহাজারী উপজেলার আল-জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম মাদ্রাসায় গিয়ে মরহুম আল্লামা শাহ আহমদ শফি'র কবর জেয়ারত করবেন। জেলা পরিষদ ডাক বাংলোতে সংক্ষিপ্ত বিরতির পর হাটহাজারী সরকারি কলেজ মাঠে সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন উপলক্ষে

আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। হাটহাজারীতে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৩০টি পরিবারকে স্থানীয় সংসদ সদস্য ও ভূমি প্রতিমন্ত্রী ব্যারিস্টার মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিনের পক্ষ থেকে ঘর নির্মাণের সহায়তা হিসেবে প্রতি পরিবারকে ১ লাখ টাকা করে অনুদান দেবেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে ১৫ জন প্রতিবন্ধীকে শুভেচ্ছা উপহার হিসেবে প্রত্যেককে ১০ হাজার করে আর্থিক অনুদান তুলে দেবেন। সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম নগরীর পাঁচ তারকা হোটেল রেডিসন ব্লুতে চট্টগ্রাম বিএনপির সাংগঠনিক সভায় যোগ দেবেন। রাত ৯টা ২০মিনিটে প্রধানমন্ত্রী ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৭.০৮.২০২৬ আসাদ)

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের আসল কৃতিত্ব জনগণের : তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রকৃত কৃতিত্ব কোনো একক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নয়; বরং এই কৃতিত্ব দেশের জনগণের বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন। আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র টিএসসি মিলনায়তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিবেটিং সোসাইটি আয়োজিত ‘জুলাই গণঅভ্যুত্থান ও বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণ’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। আন্দোলনের একক কৃতিত্ব নেওয়ার প্রবণতার সমালোচনা করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘বর্তমানে একশ্রেণির মানুষ জুলাই গণঅভ্যুত্থানের কৃতিত্ব নিতেই বেশি ব্যস্ত। কে কত বড় ভূমিকা রেখেছেন, কে কত বেশি জনপ্রিয় হয়েছেন কিংবা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কার তারকাখ্যাতি বেড়েছে, এসব বিষয়েই তাদের আগ্রহ বেশি।’ মন্ত্রী আরও বলেন, ‘অথচ এই গণঅভ্যুত্থানের প্রকৃত কৃতিত্ব কোনো একক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নয়; এই কৃতিত্ব পুরো দেশের সাধারণ জনগণের।’ যারা এখনও এই কৃতিত্ব নিজেদের করে নেওয়ার বিভ্রান্তিতে রয়েছেন, তাদের সেই বিভ্রান্তি থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘একটি গণঅভ্যুত্থান, অসংখ্য মানুষের আত্মত্যাগ, পরবর্তীতে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের রায়ে সরকার গঠন, কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা এবং সরকারপ্রধানের আন্তরিক নেতৃত্ব সব মিলিয়ে আজ বাংলাদেশের সামনে এক অনন্য সুযোগ তৈরি হয়েছে। যদি আমরা এই সুযোগকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হই, তবে আমাদের এই মহান অর্জন আবারও হারিয়ে যাবে।’ ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা স্মরণ করিয়ে দিয়ে জহির উদ্দিন স্বপন বলেন, ১৯৯০ সালের এরশাদবিরোধী আন্দোলন এবং ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থান উভয় সময়েই তিনি রাজপথে সক্রিয় থেকে কারাবরণ করেছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত চেতনাকে যখনই কোনো স্বৈরাচার দমন করতে চেয়েছে, জনগণ তখনই উপযুক্ত জবাব দিয়েছে।তিনি আরও বলেন, যদি কেউ মনে করেন বাংলাদেশের ইতিহাস কেবল চব্বিশের জুলাই থেকেই শুরু হয়েছে কিংবা অতীতকে মুছে দিয়ে নতুন ইতিহাস লেখা সম্ভব, তাহলে তিনি কখনও পূর্ণাঙ্গ বাংলাদেশকে বুঝতে পারবেন না।বাংলাদেশকে জানতে হলে যেমন হাজার বছরের ইতিহাস জানতে হবে, তেমনি জানতে হবে ৫৬ হাজার বর্গমাইলের এই লাল-সবুজের বাংলাদেশের সংগ্রাম, আত্মত্যাগ ও রাজনৈতিক অভিযাত্রার ইতিহাসও। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৭.০৮.২০২৬ আসাদ)

শেখ হাসিনার বক্তব্যকে গুরুত্ব দিচ্ছে না সরকার: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্যকে সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে না বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেছেন, গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধে জড়িতদের রাজনীতি বাংলাদেশের মানুষ আর গ্রহণ করবে না। শুক্রবার সকালে কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নতুন ভবনের উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। বুধবার নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠানে প্রচার করা শেখ হাসিনার অডিও বক্তব্যের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, ‘কিসের হাসিনা, কোথায় বক্তব্য দিয়েছে? চেহারা দেখা গেছে?’ এরপর তিনি বলেন, ‘ওই সময় মাঝেমধ্যে আওয়াজ-টাওয়াজ দিয়ে থাকে। এগুলো তারা চেষ্টা করছে বাংলাদেশে কোনো অস্থিরতা সৃষ্টি করা যায় কিনা। এগুলো বাংলাদেশের মানুষ কখনো গ্রহণ করবে না।’ সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘যারা গণহত্যা এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে দায়ী, যাদের কোনো অনুশোচনা নেই, যারা বাংলাদেশের মানুষের সামনে ক্ষমা প্রার্থনা করেনি, তাদের কোনো রাজনীতি বাংলাদেশের মানুষ কখনো গ্রহণ করবে না। তারা বিদেশ থেকে মাঝেমধ্যে উসকানি দিতে পারে, চিৎকার করতে পারে। এগুলো আমরা আর মনোযোগ দিচ্ছি না।’
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৭.০৮.২০২৬ আসাদ)

সাকিবের দেশে ফিরে খেলার কোনো সুযোগ নেই: ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী

নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পেলে দেশে ফিরে আইনি প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য ও বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক সাকিব আল হাসান। একইসঙ্গে দেশের মাটিতে বিদায়ী সিরিজ খেলা এবং ২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপে অংশ নেওয়ার ইচ্ছার কথাও জানিয়েছেন তিনি। তবে সাকিবের দেশে ফেরার আগ্রহের বিষয়ে কঠোর অবস্থান নিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক। তার স্পষ্ট জবাব, সাকিবকে নিয়ে সরকারের নমনীয়তার সুযোগ শেষ হয়ে গেছে। তার ভাষায়, দেশে ফিরে খেলার সুযোগ নেই সাকিবের। সম্প্রতি আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার ভার্চ্যুয়াল সংবাদ সম্মেলনে অংশ নেওয়ার পর তাকে ঘিরে আবারও আলোচনা শুরু হয়। সাকিবের দেশে ফেরার আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে কঠোর অবস্থান নিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক। তিনি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘এখন আর কোনো সুযোগ নেই। সাকিব আল হাসান একজন ক্রিকেটার হিসেবে তার অবস্থান থেকে সরে গিয়ে পুরোপুরি রাজনৈতিক অবস্থান নিয়েছেন। আমার মনে হয়,

তার আর দেশে ফেরার কোনো সুযোগ নেই। আর যদি ফেরেনও, তাহলে তা হবে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।' আমিনুল হক আরও বলেন, সরকার এতদিন সাকিবকে একজন ক্রিকেটার হিসেবে বিবেচনা করে বিষয়টি সহনশীলতার সঙ্গে দেখছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহের পর সেই অবস্থান আর বহাল রাখার সুযোগ নেই বলেও তিনি মনে করেন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৭.০৮.২০২৬ আসাদ)

আরও এক কার্গো এলএনজি কিনছে সরকার

দেশে চলমান গ্যাস সংকট মোকাবিলায় আট কার্গো এলএনজি আমদানির সিদ্ধান্তের একদিন পর আরও এক কার্গো তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস এলএনজি আমদানির অনুমোদন দিয়েছে সরকার। শুক্রবার বিকেলে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনলাইন বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। পরে অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সরকারি পর্যায়ে পদ্ধতিতে সিঙ্গাপুরভিত্তিক আরামকো ট্রেডিং সিঙ্গাপুর পিটিই লিমিটেডের কাছ থেকে এই এলএনজি কেনা হবে। এর আগে বৃহস্পতিবার অর্থনৈতিক বিষয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে মোট আট কার্গো এলএনজি আমদানির নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়। ওই বৈঠকে জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগ চারটি পৃথক প্রস্তাবের মাধ্যমে যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া ও ওমান থেকে দুই কার্গো করে মোট আট কার্গো এলএনজি কেনার অনুমোদন পায়।সরকারি ক্রয় বিধিমালা অনুযায়ী দরপত্র ছাড়া সরাসরি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিষয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির নীতিগত অনুমোদন প্রয়োজন হয়। সম্প্রতি মহেশখালীর ভাসমান এলএনজি টার্মিনালে অগ্নিকাণ্ড ও কারিগরি ত্রুটির কারণে দেশের গ্যাস সরবরাহে বড় ধরনের ঘাটতি তৈরি হয়। ২১ জুলাই টার্মিনালে আগুন লাগার পর সেটি বন্ধ হয়ে গেলে জাতীয় গ্রিডে দৈনিক প্রায় ৪৫০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ কমে যায়। মেরামত শেষে এক্সিলারেট এনার্জির পরিচালিত টার্মিনালের একটি ইউনিটের বয়লার চালু করা হয়েছে। এর ফলে বৃহস্পতিবার ভোর থেকে সীমিত পরিসরে আবার জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ শুরু হয়েছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৭.০৮.২০২৬ আসাদ)

গ্রিস উপকূল থেকে দুই শতাধিক অভিবাসী উদ্ধার, অধিকাংশই বাংলাদেশি ও সুদানি

গ্রিসের দক্ষিণাঞ্চলীয় ক্রিট দ্বীপ উপকূল থেকে গত ৪৮ ঘণ্টায় ২০০ জনের বেশি অভিবাসনপ্রত্যাশীকে উদ্ধার করেছে ইউরোপীয় সীমান্ত ও কোস্ট গার্ড এজেন্সি (ফ্রন্টেক্স)। উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে অধিকাংশই বাংলাদেশ ও সুদানের নাগরিক। গ্রিসের সংবাদমাধ্যম ডিমোক্রেটিয়ার বরাত দিয়ে শুক্রবার মিডল ইস্ট মনিটর জানায়, লিবিয়ার উপকূল থেকে যাত্রা করে গত দুই দিনে অন্তত ২০২ জন অভিবাসী ক্রিট দ্বীপে পৌঁছেছেন। এতে দ্বীপটির স্থানীয় প্রশাসন ও অভিবাসী গ্রহণকেন্দ্রগুলোর ওপর বাড়তি চাপ তৈরি হয়েছে।প্রতিবেদনে বলা হয়, সর্বশেষ বৃহস্পতিবার ৪০ জন অভিবাসীকে বহনকারী একটি নৌকা ইয়েরাপেত্রা এলাকার দক্ষিণ-পূর্বে শনাক্ত করে ফ্রন্টেক্স। পরে একটি মাছ ধরার নৌকার সহায়তায় গ্রিস কোস্টগার্ড তাদের নিরাপদে আইরাপেত্রা বন্দরে নিয়ে আসে। সেখানে তাদের নিবন্ধন ও পরিচয় যাচাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে। এর কয়েক ঘণ্টা আগে আরও দুটি নৌকায় অন্তত ১১২ জন অভিবাসী ক্রিটে পৌঁছান। তাদের মধ্যে ৭২ জন বাংলাদেশি, ৩১ জন সুদানের এবং ৯ জন মিসরের নাগরিক বলে জানিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ।অভিবাসীর সংখ্যা হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় উদ্ধার হওয়া সবাইকে হেরাক্লিয়ন বন্দরের একটি অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তর করা হয়েছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৭.০৮.২০২৬ আসাদ)

শেখ হাসিনার বক্তব্যে ভারতের কোন সমর্থন নেই: রণধীর জয়সওয়াল

সম্পতি দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেওয়া বক্তব্যের সঙ্গে ভারত সরকারের কোনো সম্পর্ক বা সমর্থন নেই বলে জানিয়েছেন ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। শুক্রবার সাপ্তাহিক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই অবস্থান পরিষ্কার করেন। রণধীর জয়সওয়াল বলেন, যে সংবাদ সম্মেলন বা ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের কথা বলা হচ্ছে, সেটি সম্পূর্ণভাবে একটি বেসরকারি মাধ্যম বা সংস্থার নিজস্ব উদ্যোগ। ওই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের বর্তমান সরকার বা সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে যেসব বক্তব্য বা মতামত তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলোর সঙ্গে ভারত সরকারের কোনো ধরনের সম্পৃক্ততা বা সমর্থন নেই। ব্রিফিংয়ে তিনি আরও বলেন, আঞ্চলিক পরিস্থিতির আলোকে নিজেদের স্বার্থ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নেওয়া হবে। একই সঙ্গে প্রতিবেশী দেশগুলোর সব ধরনের কর্মকাণ্ড তারা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে এবং সেগুলোকে জাতীয় নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করছে ভারত সরকার। রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যেও ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও জ্বালানি খাতে সহযোগিতা অব্যাহত রয়েছে বলেও জানান ভারতের মুখপাত্র জয়সওয়াল। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি ভারতে বিদেশি সংবাদদাতাদের একটি ক্লাবে শেখ হাসিনার সংবাদ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে শুক্রবার ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্পষ্ট করেছে, ওই অনুষ্ঠানের আয়োজনে ভারত সরকারের কোনো ভূমিকা ছিল না। এটি একটি বেসরকারি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের আয়োজিত অনুষ্ঠান ছিল। তবে এ ঘটনার পরই তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সরকার। গণহত্যার অভিযোগের মুখে থাকা শেখ হাসিনাকে কিভাবে প্রকাশ্যে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হলো, তা নিয়ে ঢাকার পক্ষ থেকে কঠোর ভাষায় অসন্তোষ জানানো হয়। একই সঙ্গে এ ঘটনার নেতিবাচক প্রভাব দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে পড়তে পারে বলেও সতর্ক করা হয়েছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৭.০৮.২০২৬ আসাদ)

BBC

SEVEN KILLED AFTER THAI TEEN SHOOTER OPENS FIRE AT HOME AND SCHOOL

At least seven people have been killed and more than 30 injured after a 14-year-old boy opened fire at his home and school on the outskirts of Thailand's capital Bangkok. The student killed his grandparents and five teachers before taking his own life, Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul told reporters. The attacker still had "more than 30 bullets left" when he turned the gun on himself, the PM added. Nine of the injured people remain in a critical condition, authorities added. The school in Nonthaburi province is a local branch of the renowned Debsirin School, which in Thailand is widely associated with educational prestige. Police were deployed to the scene during the active shooting. National police chief police general Kittiratt Phanphet told reporters that forensic officers had found the gunman's shots were quite accurate, with several hitting the vital spots on the body.
(BBC News Web Page: 07/08/26, FARUK)

SAUDI ARABIA, TURKEY AND PAKISTAN SIGN DEFENCE PACT

Saudi Arabia, Turkey and Pakistan have signed a joint defence agreement, saying an attack on one of them would be seen as an attack on all three. The pact was announced at a meeting between Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, Turkish President Recep Tayyip Erdogan and Pakistani PM Shehbaz Sharif in the Saudi city of Mecca. The three countries have been looking to strengthen security ties as the war between the US and Iran has drawn in Saudi Arabia and disrupted shipping through the Strait of Hormuz and the Red Sea. Saudi Arabia and Pakistan announced a joint defence pact last year. Iran and its allies have launched attacks on targets in Saudi Arabia and other Gulf states and blockade their shipments after the US and Israel attacked it on 28 February. In Yemen, Iran-backed Houthi rebels - who control the north of the country - have been fighting government forces, which are backed by a Saudi-led coalition. Announcing the pact on Friday, Pakistan's foreign ministry said an attack on any of the three states "shall be regarded as an attack against them all". (BBC News Web Page: 07/08/26, FARUK)

US STRIKES $1.2BN DEAL TO PAY GERMAN FIRM TO HALT OFFSHORE WIND PROJECTS

German energy company RWE has said it will abandon its offshore wind projects in the US after reaching a $1.2bn payout deal with President Donald Trump's Department of the Interior (DoI). RWE said that it will now reinvest the sum into conventional gas projects, including $900m in a liquefied natural gas (LNG) export terminal project in Louisiana. "After careful consideration, it was determined there is no path forward to permit these projects in the US for the foreseeable future," the company said in a statement. RWE said it has agreed to relinquish its leases off the California and Louisiana coasts as well as in the New York Bight. Overall, the German firm plans to invest approximately €17bn ($19.6bn) in the US over the next six years "to grow its generation capacity".
(BBC News Web Page: 07/08/26, FARUK)

A NEW YOUTH AGITATION GRIPS AN INDIAN STATE AFTER 'COCKROACH' PROTESTS

Weeks after thousands of young Indians poured onto the streets of Delhi in a major ‘cockroach’ protest over examination paper leaks, another group of frustrated job seekers is making headlines - this time hundreds of miles away, in the eastern state of Jharkhand. Protesters have gathered at a stadium in the state capital Ranchi, since 25 July, demanding an overhaul of the state's government examination system. Some have been sleeping in the open and several have gone on hunger strike. Umme Habiba is one of the them. The 27-year-old, from a farming family from Bokaro, has spent years preparing for Jharkhand's civil service examination, hoping it would get her the security of a government job. She has already sat the exam three times and hoped to get a good score this time. "We want justice. We will not leave until we get it, even if it costs US our lives," she said. The immediate cause of the anger is a preliminary civil service examination held in April. After the results were announced in July, candidates alleged that leaked answer sheets shared on social media showed some successful applicants had answered far fewer questions than expected. This fuelled suspicions that the results had been manipulated. The protesters want the exam

scrapped and held again. They also want the case investigated by the Central Bureau of Investigation (CBI), India's premier federal investigative agency.
(BBC News Web Page: 07/08/26, FARUK)

META FINED $567M IN LARGEST CHILD SAFETY RULING AGAINST SOCIAL MEDIA GIANT

A US judge in New Mexico has ordered Meta to pay another $567m for its failure to warn the public about dangers its platforms posed to children, marking the largest fine against the company over child safety. Judge Bryan Biedscheid said the social media giant is a "public nuisance" akin to air pollution and that it must put the money in a fund aimed at reducing future harms. Thursday's rulings are in addition to $375m in fines Meta was already ordered to pay in the case, for a total of $942m. Judge Biedscheid compared Meta to a factory, with advertising and content as its product and "the psychological harm and sexual exploitation of children to be the pollution that must be abated". (BBC News Web Page: 07/08/26, FARUK)

DRONE WARNINGS AND SHELTERING IN AIRPORTS AS SOUTH KOREA BATTLES HISTORIC HEATWAVE

South Korean authorities are deploying drones to issue heat warnings to farmers while residents are taking shelter in airports, as the country battles an unprecedented heatwave. President Lee Jae Myung has ordered public agencies to mobilize all available resources to deal with the extreme heat, which he has called a "national disaster". Temperatures in the south soared to a record 42.5C earlier this week. At least 23 people have died from heat-related illnesses in the country so far this year, while nearly 2,500 have visited emergency rooms for heat-related conditions since mid-May, authorities say. "Heatwave conditions once seen only in foreign news reports have now become our reality," Lee said on Thursday. Some local governments have deployed trucks to parks, markets and bus stops stops to distribute chilled bottled waters for free. (BBC News Web Page: 07/08/26, FARUK)

HOUTHI ATTACKS REPORTEDLY KILL AT LEAST 30 YEMENI GOVERNMENT FORCES

At least 30 Yemeni government troops have reported been killed in Houthi rebel attacks on military camps in central Yemen. The defence ministry said ballistic missiles and drones struck several camps in the provinces of Marib and Hadramawt, resulting in the death and injury of a number of Yemeni personnel. It did not give an exact toll. The ministry denounced the attacks as "treacherous" and vowed to "respond to this aggression at an appropriate time and place". The Houthis, who control much of north-western Yemen and are backed by Iran, said they had targeted "large Saudi military build-ups" preparing for an offensive. A Saudi-led coalition has supported the government during the civil war. In a separate attack, the coalition's spokesperson said that 11 civilians had been wounded in the Saudi Arabian border region of Najran, in what they described as a Houthi strike.
(BBC News Web Page: 07/08/26, FARUK)

TRUMP AGAIN TRIES TO LIMIT US BIRTHRIGHT CITIZENSHIP WITH NEW EXECUTIVE ORDERS

Donald Trump is trying again to scale back birthright citizenship in the US, weeks after the Supreme Court shot down his previous attempt to eliminate the right. The president signed two executive orders on Thursday, including one that expands the existing definitions of non-citizens whose children are not eligible for birthright citizenship. The second order bans so-called birth tourism, the practice of pregnant mothers coming to the US to give birth so that their babies will be citizens. "This should have happened years ago, but we're taking care of it now," Trump said from the Oval Office, criticizing the Supreme Court's rejection of his previous bid to end the 150-year-old policy. "My Administration has guarded against the risks posed by malign foreign actors who attempt to swindle American citizens by taking advantage of the generosity of our Nation," the first executive order says.
(BBC News Web Page: 07/08/26, FARUK)

::--::THE END::--::